USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

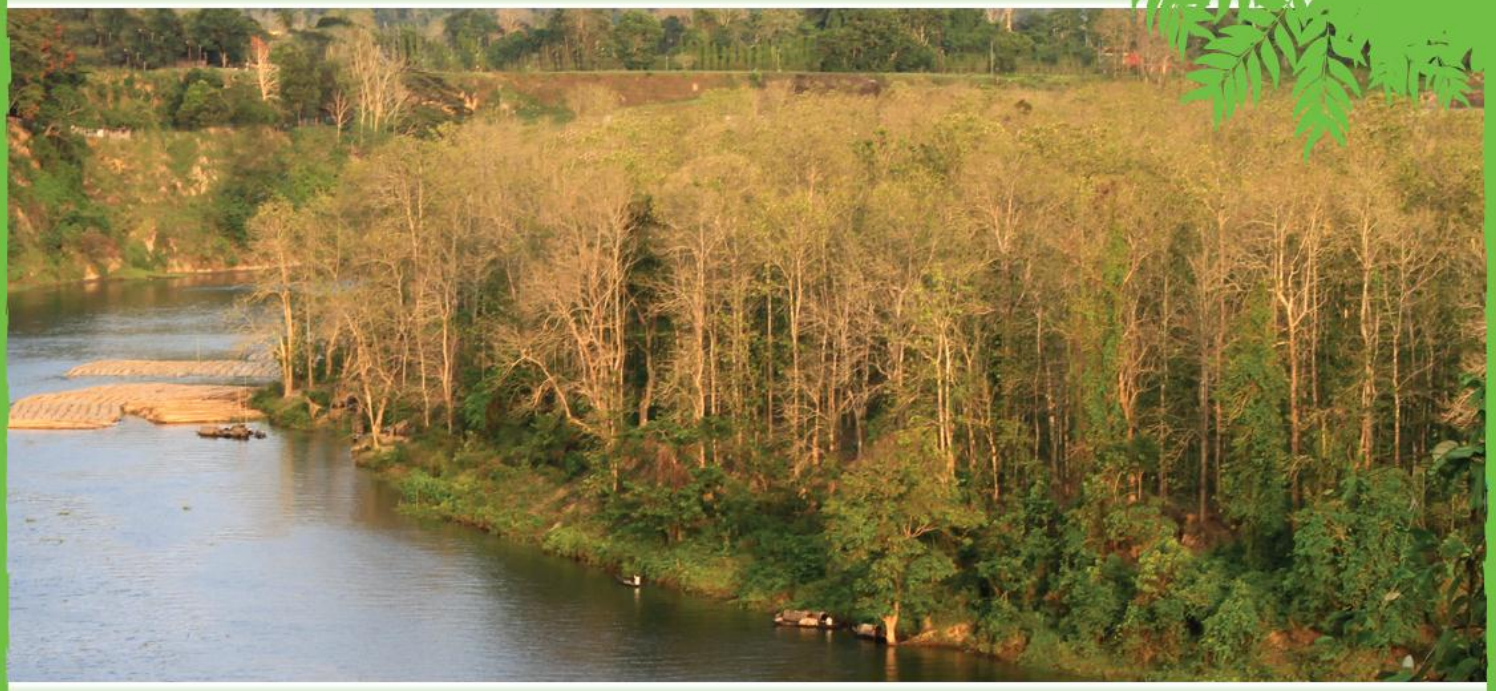

সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান
(২০১০-২০১৫)

কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি
কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি

বন অধিদপ্তর

Department of Environment

সূচিপত্র

পার্ট - ১ ঃ বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ঃ প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং ইস্যুসমূহ			
ক্রমিক নং	**বিষয় বস্তু**	**ঃ**	**পৃষ্ঠা নং**
১.০	ভূমিকা	ঃ	২
১.১	অবস্থান এবং গঠন	ঃ	২
	চিত্র ১ঃ আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকাসমূহ	ঃ	৩
	চিত্র ২ঃ কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের মানচিত্র	ঃ	৪
	চিত্র ৩ ঃ কর্নফুলী সহ-ব্যবস্থাপনার অধীন ল্যান্ডস্কেপ এলাকার মানচিত্র	ঃ	৫
১.২	সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	ঃ	৬
২.০	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের বৈশিষ্ট্যসমূহ	ঃ	৭
২.১	জীববৈচিত্র্যের গুর ত্ব	ঃ	৭
২.২	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের উপকারিতা	ঃ	৭
২.৩	বন্যপ্রানী সংরক্ষন	ঃ	৮
২.৪	বনাঞ্চলের সীমারেখা	ঃ	৮
২.৫	বনাঞ্চলের জীব-ভৌত অবস্থা	ঃ	৮
৩.০	জীববৈচিত্র্য এবং আবাসস্থল	ঃ	৯
৩.১	প্রতিবেশ/বাস্তুতন্ত্র (উদ্ভিদ ও প্রানীকূলের সহিত পরিবেশের সম্পর্ক) বিশেণ্ডষন	ঃ	৯
৩.২	জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার	ঃ	৯
৪.০	জীববৈচিত্র্যের ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা	ঃ	৯
৪.১	বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি সমূহ ঃ	ঃ	৯-১০
৪.২	বন্যপ্রানী ব্যবস্থাপনা	ঃ	১০
৪.৩	জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল রক্ষনাবেক্ষন এবং পুনর দ্ধার	ঃ	১০
৪.৪	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	১০-১১
৪.৫	বনাঞ্চল ভিত্তিক উৎপাদিত পন্য ব্যবস্থাপনা	ঃ	১১
৪.৬	জাতীয় উদ্যান ব্যবস্থাপনার প্রতিবন্ধকতা	ঃ	১১
৪.৭	প্রাতিষ্ঠানিক এবং সু-শাসন সম্পর্কিত ইস্যু সমুহ	ঃ	১১-১২
৫.০	ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বর্তমান অবস্থা	ঃ	১২
৫.১	ল্যান্ডস্কেপ পন্থা	ঃ	১২
৫.২	রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা	ঃ	১২
৫.৩	ভূমি ব্যবহার এর বর্তমান অবস্থা	ঃ	১২-১৩
৫.৪	সংলগ্ন/সংশিণ্ডষ্ট গ্রামসমূহ	ঃ	১৩
৫.৫	স্টেকহোল্ডার পর্যালোচনা	ঃ	১৩
৫.৬	কৃষি জমি এবং বসত ভিটার ব্যবহার	ঃ	১৩
৫.৭	বনভূমির অবৈধ দখল	ঃ	১৩
পার্ট - ২ ঃ রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে কৌশলগত সুপারিশ সমূহ			
১.০	রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	ঃ	১৫
১.১	উদ্দেশ্য	ঃ	১৫
১.২	সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	ঃ	১৬

১.২.১	সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	১৬
১.২.২	সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ	ঃ	১৬
১.২.৩	সুবিধা সমূহের বন্টন	ঃ	১৭
১.২.৪	ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল/এনডোমেন্ট ফান্ড/ঘূর্ণায়মান তহবিল	ঃ	১৭
২.০	আবাসস্থল পূনর"দ্ধার কর্মসূচি	ঃ	১৭
২.১	উদ্দেশ্যসমূহ	ঃ	১৭-১৮
২.২	বর্তমান বনাঞ্চল এবং তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ ম্যাপ হালনাগাদ করন	ঃ	১৮
২.৩	সীমানা চিহ্নিতকরন	ঃ	১৮
২.৪	অবৈধভাবে গাছ কাটা/বনে আগুন দেয়া/পশু চরানো নিয়ন্ত্রন করা	ঃ	১৮
৩.০	ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	ঃ	১৮
৩.১	উদ্দেশ্য	ঃ	১৮
৩.২	তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ব্যবস্থাপনা	ঃ	১৯
৩.৩	রক্ষিত এলাকার মুল অংশ (কোর জোন) ব্যবস্থাপনা	ঃ	১৯
৩.৩.১	আবাসস্থল উন্নয়ন কার্যক্রম	ঃ	১৯
৩.২.১.১	এনরিচমেন্ট পণ্ডান্টেশন	ঃ	১৯
৩.৩.১.২	ঘাস জমির উন্নয়ন	ঃ	১৯
৩.৩.১.৩	জলাশয় রক্ষনাবেক্ষন	ঃ	১৯
৩.৩.১.৪	বিশেষ ধরনের আবাসস্থল রক্ষনাবেক্ষন	ঃ	১৯
৩.৪	আবাসস্থল পুনর"দ্ধার কার্যক্রম	ঃ	১৯
৩.৪.১	ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা	ঃ	১৯
৩.৪.২	পরিবেশ বান্ধব কর্মকান্ড পুনর"দ্ধার	ঃ	১৯
৩.৪.৩	বাফার অঞ্চল	ঃ	১৯
৩.৪.৪	ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল	ঃ	২০
৪.০	জীবীকায়ন এবং ভ্যালু চেইন কর্মসূচী	ঃ	২০
৪.১	উদ্দেশ্য	ঃ	২০
৪.২	ভেলু চেইন এবং কনর্জারভেশন এন্টারপ্রাইজ	ঃ	২০
৪.২.১	কৃষি এবং হর্টিকালচার ফসল	ঃ	২০
৪.২.১.১	সমন্বিত বসতভিটা খামার ব্যবস্থাপনা	ঃ	২০
৪.২.১.২	উচ্চফলনশীল ফসলের চাষাবাদ	ঃ	২০
৪.২.১.৩	ভিলেজ নার্সারী	ঃ	২০
৪.২.১.৪	হর্টিকালচার এগ্রো ফরেষ্টী	ঃ	২০
৪.২.২	মৎস চাষ/আহরন	ঃ	২১
৪.২.৩	বাঁশ সম্পদ উন্নয়ন	ঃ	২১
৪.২.৪	হস্তশিল্প এবং তাঁতশিল্প	ঃ	২১
৪.২.৫	উন্নত চুলা	ঃ	২১
৪.২.৬	পুকুর সংস্কার	ঃ	২১
৫.০	ফেসেলিটিস (অবকাঠামো মূলক) উন্নয়ন কর্মসূচী	ঃ	২১
৫.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২১
৫.২	সুবিধাদি	ঃ	২১

৫.৩	বনে রাস্ড়া/ট্রেইল নির্মান ও সংস্কার	ঃ	২১
৬.০	দর্শনাথীর ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি	ঃ	২২
৬.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২২
৬.২	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	২২
৬.২.১	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন এলাকা চিহ্নিতকরন	ঃ	২২
৬.২.২	প্রবেশ ফি	ঃ	২২
৬.২.৩	প্রকৃতি এবং হাইকিং ট্রেইল	ঃ	২২
৬.২.৪	পিকনিকের জন্য সুবিধাদি	ঃ	২২
৬.২.৫	কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	২২
৬.২.৬	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন নিয়ন্ত্রন	ঃ	২২-২৩
৬.৩	সংরক্ষন বিষয়ক শিক্ষা ও সচেতনতা	ঃ	২৩
৬.৩.১	পর্যটন শিক্ষার জন্য ইন্টারপ্রিটেটিভ মাধ্যম	ঃ	২৩
৬.৩.২	পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা	ঃ	২৩
৭.০	কমিউনিটি মনিটরিং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরন কর্মসূচী	ঃ	২৩
৭.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২৩
৭.২	অংশগ্রহন মূলক মনিটরিং	ঃ	২৩
৮.০	প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মসূচী	ঃ	২৩
৮.১	উদ্দেশ্যসমূহ	ঃ	২৩
৮.২	স্টাফিং	ঃ	২৩
৮.৩	দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ	ঃ	২৩
৯.০	বাজেট	ঃ	২৪
৯.১	প্রয়োজনীয় ইনপুট এবং নির্দেশক বাজেট প্রাক্কলন	ঃ	২৪
৯.২	বাজেট পরিবর্তন/পরিমার্জন	ঃ	২৪
১০.০	সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর ধারাবাহিকতার বজায় রক্ষার কৌশল	ঃ	২৪
১০.১	আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকা ভিত্তিক ধারাবাহিকতার কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন	ঃ	২৪
১০.২	ধারাবাহিকতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন	ঃ	২৪-২৫
১০.৩	দীর্ঘমেয়াদী এবং সম্মনিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা	ঃ	২৫
১০.৪	‘নিসর্গ নেটওয়ার্কের’ পলিসি এবং আইনগত সমর্থন নিশ্চিতকরন	ঃ	২৫
১০.৫	মত বিনিময়ের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন	ঃ	২৫
১১.০	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং অভিযোজন পরিকল্পনা	ঃ	২৬
১১.১	জলবায়ু পরিবর্তন	ঃ	২৬
১১.২	জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ	ঃ	২৬
১১.৩	কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ	ঃ	২৬
১১.৩.১	সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি	ঃ	২৬
১১.৩.২	অতি বৃষ্টিপাত	ঃ	২৬
১১.৩.৩	নদীর ক্ষীণ প্রবাহ	ঃ	২৬
১১.৩.৪	আকস্মিক বন্যা	ঃ	২৬
১১.৩.৫	খরার প্রকোপ	ঃ	২৭
১১.৩.৬	ঝড় ঝঞ্ঝা	ঃ	২৭

১১.৩.৭	নদীতীর ও মোহনায় ভাঙ্গন ও ভূমি গঠন	ঃ	২৭
১১.৪	জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের জন্য করণীয় অভিযোজন সমূহ	ঃ	২৭
১১.৪.১	সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি/ঝড় ঝঞ্চা/আকস্মিক বন্যা/অতি বৃষ্টিপাত জনিত কৃষি ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৭
১১.৪.২	পানির ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৭-২৮
১১.৪.৩	স্বাস্থ্য ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৮
১১.৪.৪	উন্নয়ন ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৮
১১.৪.৫	খরা ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৮
১১.৫	অভিযোজনের সম্ভাব্য উপায়সমূহ	ঃ	২৮
১১.৬	কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয় জনগন কর্তৃক চিহ্নিতকৃত কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজতিন ক্ষয়ক্ষতি এবং এর সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা	ঃ	২৯-৪০
	পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (সম্ভাব্য)	ঃ	৪১-৪৭

পার্ট - ১

বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ঃ প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং ইস্যুসসমূহ

১.০ ভূমিকা

কাপ্তাই সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত 'কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান' জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে রক্ষিত এলাকা গুলোর মধ্যে অন্যতম। সরকার ১৯৮৩ সনে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষন) (সংশোধন) আদেশ ১৯৭৪ অনুযায়ী কাপ্তাই সংরক্ষিত বনের ৫,৪৬৪.৭৮ হেক্টর বনভূমিকে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষণা করেন। এক জরিপ মতে, এ জাতীয় উদ্যানে ১৬৭ প্রজাতির উদ্ভিদ, ২০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রানী, ১৪৬ প্রজাতির পাখি, ৬ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ৪ প্রজাতির উভচর প্রাণী রয়েছে। জাতীয় উদ্যানের প্রধান প্রধান উদ্ভিদ গুলোর মধ্যে অর্জুন, আমলকি, পিতরাজ, বৈলাম, নাগেশর, চিকরাশী, চাপালিশ, চম্পাফুল, শোনালু, চালতা, ধারমারা, শাল, শিলকরই, ডাকিজাম, জাম, গর্জন, রিটকি, হিজক, উদল, উরিয়াম, লোহাকাঠ, কড়ই, বাটনা, জাম, জারুল, কামদেব, আলাদিয়া, গোদা ও শেওড়া। প্রধান প্রধান বন্যপ্রানীর মধ্যে হাতি, বানর, মুখপোড়া হনুমান, মায়া হরিণ, ধনেশ ও অজগর উলে- খযোগ্য। ঘন জনবসতির বনের উপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীলতা, বনভূমি হ্রাস, বনভূমির বিভক্তি, জবরদখল, অবৈধ বৃক্ষ নিধন ও বন্যপ্রাণী শিকারের ফলে বনের জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির সম্মুখীন। এরূপ পরিস্থিতিতে বনের জীববৈচিত্র্য তথা প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বন বিভাগের সাথে স্থানীয় জনগোষ্টীকে (বিশেষতঃ বন নির্ভলশীল) সহ-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত করে বনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের পাশাপাশি স্থানীয় জনগনের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজন রক্ষিত এলাকার জন্য একটি সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা। সহ-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত নেতৃবৃন্দ যাতে নিজেদের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিজেরাই প্রনয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে মাত্র তিন দিনের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে এই সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে।

যাইহোক কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের জন্য গঠিত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের স্বল্প মেয়াদী (তিন দিন) প্রশিক্ষনের মাধ্যমে প্রনীত এই সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, যা আইপ্যাক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মী (Performance Monitoring and Applied Research Associate) এর সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। এই সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের দিক নির্দেশনা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

১.১ অবস্থান এবং গঠন

কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান রাংগামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলায় অবস্থিত। কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের মোট ৫,৪৬৪.৭৮ হেক্টর বনভূমি নিয়ে কর্ণফুলী এবং কাপ্তাই রেঞ্জ গঠিত। এর মধ্যে কর্ণফুলী রেঞ্জের আওতায় ৩,২৬৮.৯২ হেক্টর বনভূমি রয়েছে যা কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএমসি) আওতাধীন। এ বনভূমির উত্তরে কাপ্তাই রেঞ্জ, দক্ষিনে পাল্পউড বাগান বিভাগ, কাপ্তাই ও ঐতিহ্যবাহী কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র/কর্ণফুলী বাঁধ, কাপ্তাই নতুন বাজার, জেটিঘাট। প্রতি শনিবার এখানে হাট বসে। জলপথে জেটিঘাট বোট ষ্টেশন (বিলাইছড়ি উপজেলার ও রাংগামাটি শহর) হয়ে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে যাওয়া যায়। এছাড়া সড়ক পথেও চট্রগ্রাম থেকে আসা যায়। ঐতিহ্যবাহী কর্ণফুলীর নদীর পূর্বে প্রান্তে সীতা পাহাড় উত্তরে রাম পাহাড়, উদ্যানের মাঝখান দিয়ে ধাবিত কাপ্তাই চট্টগ্রাম সড়ক যোগাযোগ। কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের মূল গেটের ১ কিলোমিটার সামনে প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ বেষ্টিত 'প্রশান্তি পিকনিক স্পট-০১ ও ০২'। পার্শ্বে নিরাপত্তা বাহিনীর আনসার ক্যাম্প, দক্ষিনে কাপ্তাই উপজেলা সদর, ওয়াগ্গা ছড়া, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ক্যাম্প ও অত্যাধুনিক ওয়াগ্গা ছড়া চা বাগান, পুর্বে ঐতিহ্যবাহী চিৎমরম বৌদ্ধ বিহার অবস্থিত। অন্য ভাবে বলা যায়, কর্ণফুলী রেঞ্জের

- ❖ উত্তরে কাপ্তাই রেঞ্জ;
- ❖ পূর্বে বাইয্যাতলী ১১৯ নং মৌজা;
- ❖ দক্ষিণে আড়াছড়ি মৌজা ও পাল্প উড বন বিভাগ, কাপ্তাই; এবং
- ❖ পূর্বে চিৎমরম ৩২৩ মৌজা অবস্থিত।

এখানে চিরহরিৎ ও মিশ্র চিরহরিৎ পাহাড়ী বনভূমি বিদ্যমান। মাটি প্রধানতঃ কর্দমাক্ত হতে কর্দমাক্ত দো-আশঁ এবং পাহাড়ে বালু মাটি। বেশ কিছু পাহাড়ী ছড়া পূর্ব ও পশ্চিমে দিকে প্রবাহিত হয়ে কর্ণফুলী নদীতে পতিত হয়েছে।
উলেণ্টখ্য যে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান পরিচালনার জন্য দুইটি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। রেঞ্জ ভিত্তিক এই কমিটির মধ্যে একটি 'কর্নফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি' এবং অপরটি 'কাপ্তাই সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি'।

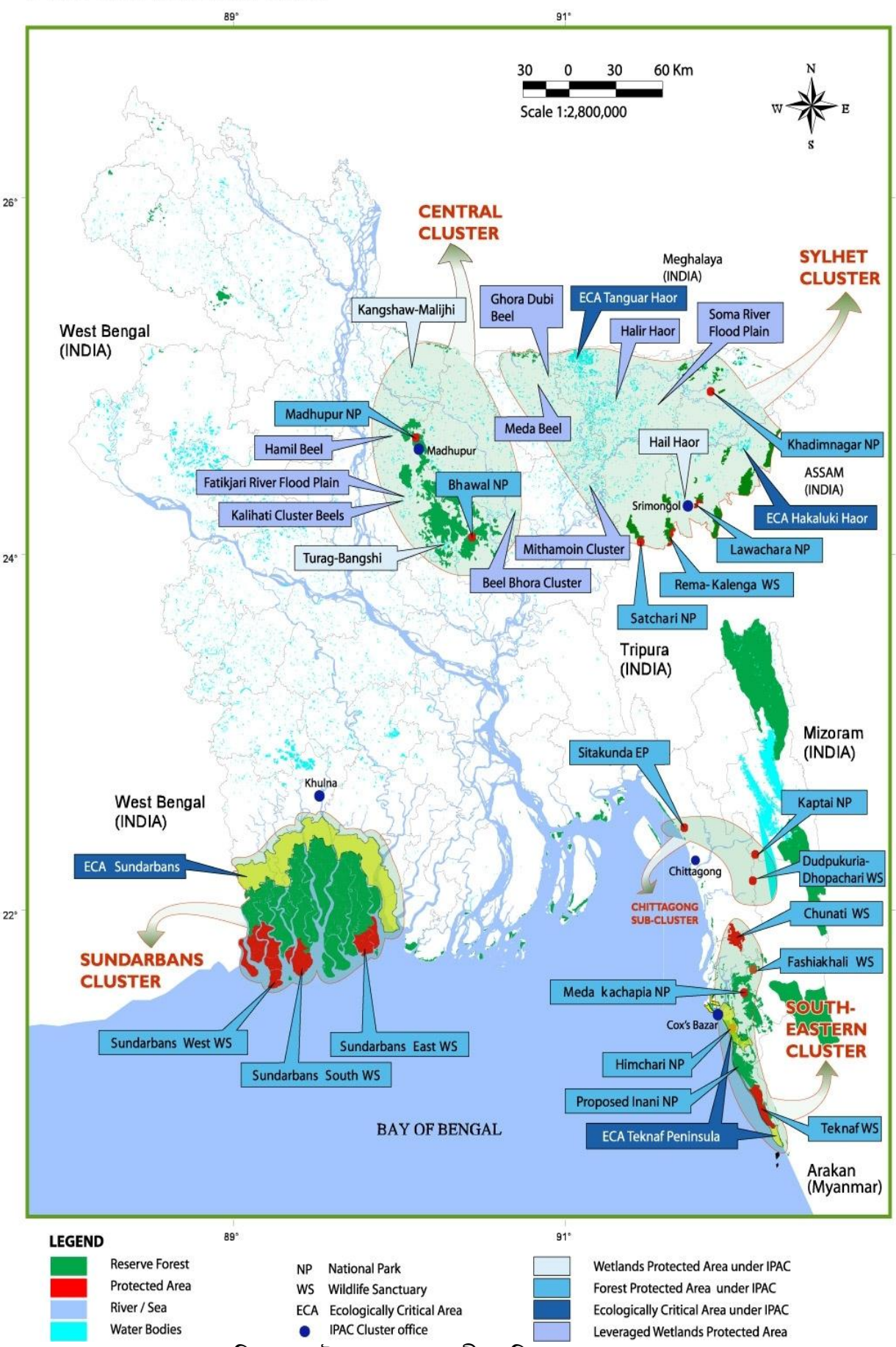

চিত্র ১ঃ আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকা সমূহ

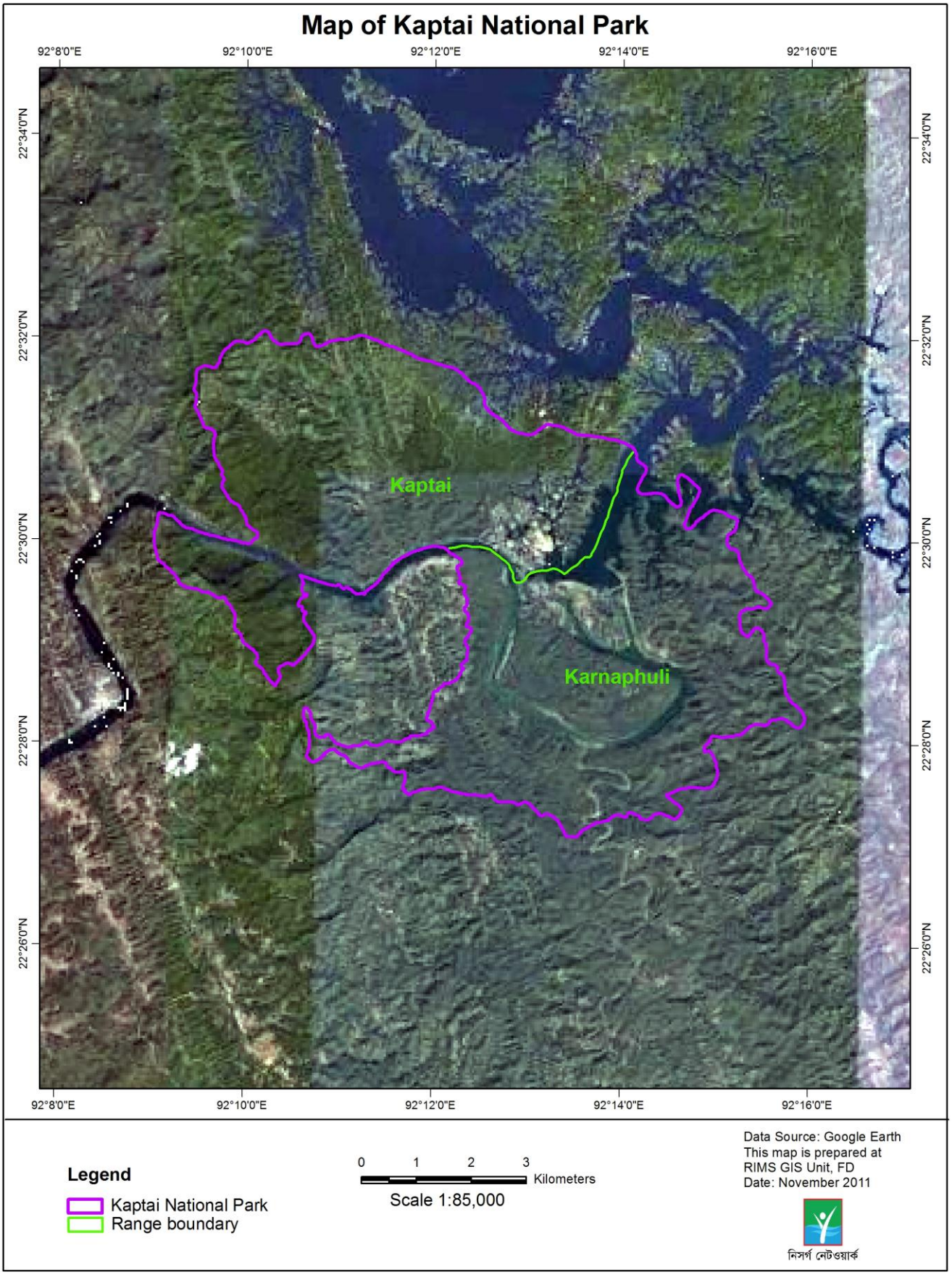

চিত্র ২ঃ কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের মানচিত্র

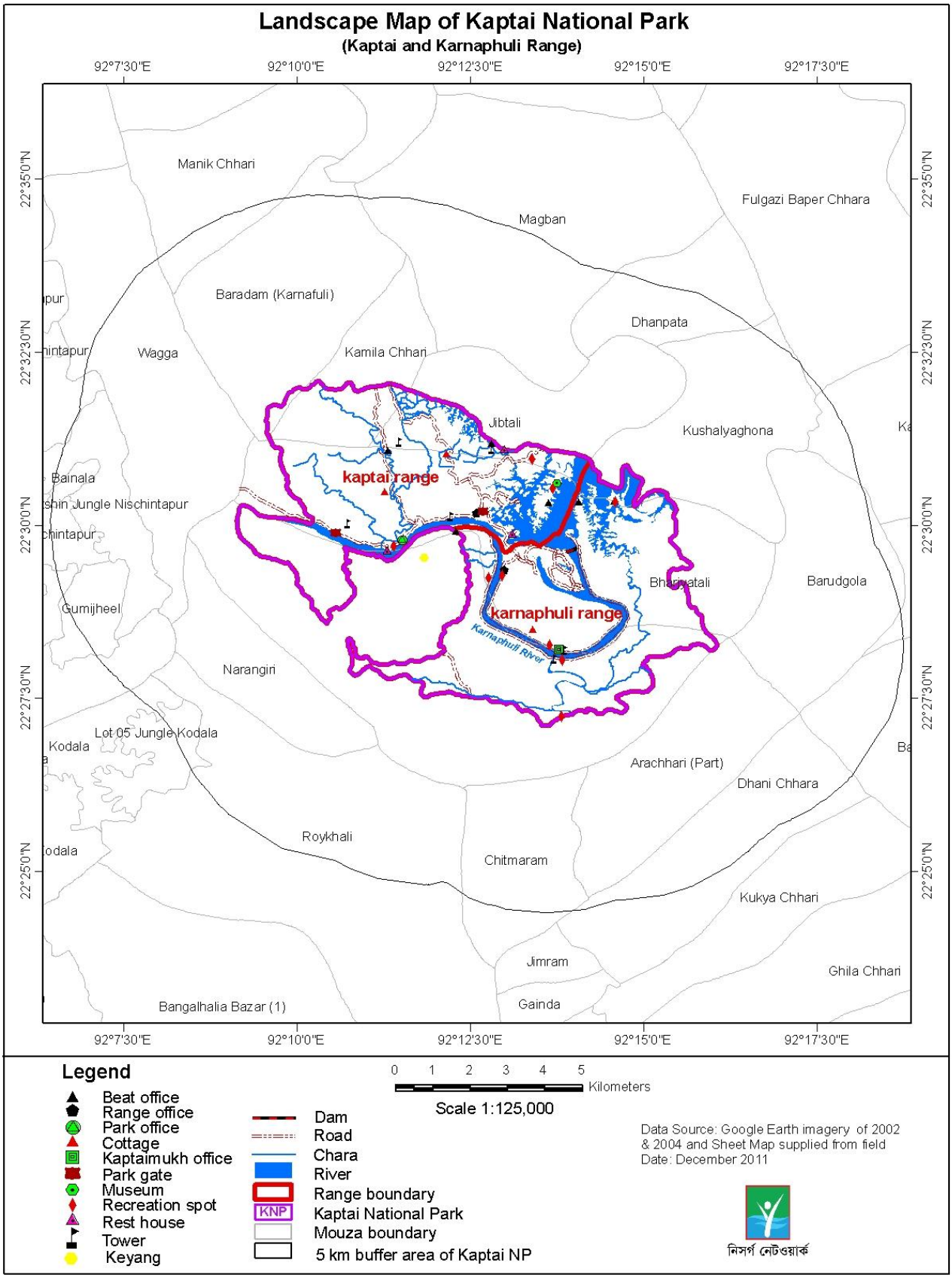

চিত্র ৩ ঃ কর্ণফুলি সহ-ব্যবস্থাপনার অধীন ল্যান্ডস্কেপ এলাকার মানচিত্র

১.২ সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

- **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ:** প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ন। এই জাতীয় উদ্যানে ১৬৭ প্রজাতির উদ্ভিদ, ২০ প্রজাতির স্ড়ন্যপায়ী প্রানী, ১৪৬ প্রজাতির পাখি, ৬ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ৪ প্রজাতির উভচর প্রাণী রয়েছে। জাতীয় উদ্যানের প্রধান প্রধান উদ্ভিদ প্রজাতি গুলোর মধ্যে বহেরা, বাজনা, পিতরাজ, বৈলাম, নাগেশর, চিকরাশী, চাপালিশ, চম্পাফুল, চালতা, চন্দ্নল, শাল, শিলকরই, ডাকিজাম, জাম, গর্জন, উরিয়াম, লোহাকাঠ, বাটনা, জাম, গোদা ইত্যাদি। উলেণ্ঢখ্যযোগ্য বন্যপ্রানীর মধ্যে শেওড়া, হাতি, বানর, মুখপোড়া হনুমান, মায়া হরিণ, ধনেশ ও অজগর উলে- খযাগ্য। অত্যধিক জনসংখ্যার চাপে এবং অপরিকল্পিত ভাবে বনজ সম্পদ আহরণের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল মারাত্নক হুমকির সম্মুখীন। বর্তমানে এখানে মাত্র তিনটি রেসাস্ বানর রয়েছে। যা বাংলাদেশের অন্য কোন বনাঞ্চলে নেই। তাই কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের উদ্ভিদ ও প্রানী সংরক্ষনের পাশাপাশি বনের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ড় জর"রী।
- **ল্যান্ডস্ক্যাপের উন্নয়ন :** কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের ল্যান্ডস্কেপে বসবাসকারী জনগন বনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তাই ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় বসবাসকারী জনগণের বন নির্ভলশীলতা কমানোর জন্য এ এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদের সম্প্রসারণ এবং জনগণের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা না গেলে প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন তথা জীববৈচিত্র সংরক্ষন করা সম্ভব হবে না।
- **ইকো-টুরিজম সম্প্রসারণ:** এশিয়ার বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ হল 'কাপ্তাই হ্রদ' যা কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে প্রবাহমান। এখানে আরো বেশ কিছু ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান রয়েছে, যেমনঃ ১৮৯৩ সনে উপমহাদেশের প্রথম সেগুন পণ্ঢান্টেশন উত্তোলন, ১৯০৬ সনে নির্মিত কাপ্তাই মুখ রেস্ট হাইস, কলবুনিয়া পাড়া মার্মা সম্প্রদায়ের (ফরেষ্ট ভিলেজার) জীবণ ধারা, হাতী, উল-ুক, চশমা বানর, মুখপোড়া হনুমান, কাঠ ময়ূর, মথুরা, ধনেশ প্রভৃতির বাসস্থান উলেণ্ঢখযোগ্য। এসব এলাকা সম্পর্কে জনগনকে ব্যাপকভাবে জানানোর মাধ্যমে এলাকার ইকো-টুরিজমকে আরো সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।
- **জলবায়ুর বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলা:** বনের গাছপালা কমে যাওয়ায় প্রতি বছর পাহাড় ধ্বংস হচ্ছে। ২০০৯ সালে এখানে প্রায় অর্ধ শত মানুষ পাহাড় ধ্বসে মারা যায়। তাছাড়া এখানে বন্যা ও জলাবদ্ধতা দেখা দিচ্ছে। তাই প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জনগণকে ব্যাপকভাবে সচেতন করা প্রয়োজন।
- **প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার রোধ:** প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে এখানে বৃক্ষরাজি, বন্য পশুপাখি, পাথর ইত্যাদি উলেণ্ঢখ্যযোগ্য। অবৈধভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এ সব অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করছে এবং ধ্বংস করছে। তাই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে প্রতিটি প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।
- **বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন:** অতি দারিদ্র্যের কারণে এলাকার বহু লোক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিভিন্ন বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ সংরক্ষন ও উন্নয়নে বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্ম সংস্থান/আয়ের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা না হলে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষন অত্যন্ড় কঠিন হবে। তাই স্থানীয় বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিতে হবে।
- **রক্ষিত এলাকা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি:** কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান একটি সংরক্ষিত বন। এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষন ও ব্যবহারে সরকারের বিভিন্ন আইন কানুন রয়েছে। তাই এ এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষন ও জনগোষ্ঠীর ব্যবহারের ব্যাপারে জনগণকে ব্যাপকভাবে সচেতন করা জর"রী।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা এবং যথাযথ বাস্ড়বায়ন সম্পর্কে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষন প্রদানই এই সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের মূল লক্ষ্য।

২.০ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বৈশিষ্টসমূহ

২.১ জীববৈচিত্র্যের গুর"ত্ব

কোন এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের গুর"ত্ব বলার অপেক্ষ রাখে না। জীববৈচিত্র্য প্রতিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদের ছাড়া পরিবেশ ও প্রতিবেশ কল্পনাও করা যায় না। জীববৈচিত্র্য যে কোন নিদিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শৃঙ্খলের প্রধান নিয়ামক। এদের ছাড়া খাদ্য উৎপাদন, পচন এবং পুনরায় খাদ্য শৃঙ্খলে ফিরে আসা অসম্ভব। বাস্তুতন্ত্রের সকল জীব ও জড় উৎপাদনের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখতে জীববৈচিত্র্য গুর"ত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হলে মানুষের অস্ি"ত্বও হুমকির মধ্যে পড়বে। জীববৈচিত্র্যের গুর"ত্ব মোটামুটি নিম্নরূপ:

- **প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা:** প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্য এক গুর"ত্বপূর্ন অবদান রাখে। উদ্ভিদ ও প্রাণী তার জীবন চক্রের প্রতিটি ধাপে এক অন্যের উপর নির্ভরশীল। কাজেই প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে জীববৈচিত্র রক্ষা অপরিহার্য।

- **ইকো-টুরিজমের সুরক্ষা:** এখানে বিদ্যমান ইকো-টুরিজম স্পট সমূহের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রচার ও বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা সমূহ আরো উন্নত করা হলে ইকো-টুরিজম স্পটগুলো আরো আর্কষণীয় আয় বর্ধক ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

- **ভূ-প্রাকৃতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন:** এলাকায় বিদ্যমান পাহাড়, ছড়া ও জলাশয়গুলো বিজ্ঞান ভিত্তিকভাবে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা হলে জীববৈচিত্র্য আরো সম্মৃদ্ধ হবে।

- **জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ:** কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের উপর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নির্ভরশীলতা ব্যাপক। ফলে এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ দিন দিন ধ্বংস হচ্ছে।তাছাড়া বাড়ছে প্রাকৃতিক দূর্যোগও। তাই জলবায়ু পরিবর্তন রোধকল্পে প্রাকৃতিক বন রক্ষার উদ্যোগ নিতে হবে।

- **দেশের আচ্ছাদিত বনভূমির পরিমাণ সংকোচন:** জন সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাদী ভূমির পরিমান বৃদ্ধির সাথে সাথে আচ্ছাদিত বনভূমির পরিমান সংকোচিত হচ্ছে। তাই জবরদখলকৃত বনভূমি পুনর"দ্ধার, বৃক্ষ শূন্য পাহাড়ে বনায়ন এবং বনাঞ্চল সংরক্ষনে বিদ্যমান আইন আরো যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

২.২ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপযোগিতা/উপকারিতা

- **বিপন্ন প্রাণী বাঁচিয়ে রাখা:** বানর, হাতি, উল-ুকসহ অন্যান্য বিপন্ন প্রজাতি সংরক্ষনে, আবাস্থল পুনর"দ্ধারের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

- **বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি বৃদ্ধি:** বিপদাপন্ন প্রজাতিসমূহের জন্য নিরাপদ আবাসস্থল সৃষ্টি, বৃক্ষ রোপণ ও প্রাণী প্রজাতির প্রজননের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

- **দরিদ্র জনগোষ্টীর জীবন ও জীবিকার ইতিবাচক পরিবর্তন:** বিভিন্ন বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্টীর অর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করা প্রয়োজন। যাতে তারা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষনে অবদান রাখতে পারে।

- **পরিবেশ বান্ধব পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন:** বিদ্যমান প্রাকৃতিক পর্যটন স্পট সমূহের প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্ড়বায়ন করা প্রয়োজন।

- **ভূমিক্ষয় রোধ:** ব্যাপক হারে বনায়ন কার্যক্রম গ্রহন করে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

২.৩ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

'বন আইন ১৯২৭' এবং 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ (সংশোধিত) আদেশ ১৯৭৪' অনুযায়ী কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনা ও সম্পদ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। **বাধা সমূহ ঃ**

- ❖ চোরা শিকারীরা ফাঁদ পাতে বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় এ উদ্যানে বন্যপ্রাণী শিকার করে। এ ধরনের শিকার বন্ধের উদ্যোগ নিতে হবে।
- ❖ কৃষি কাজের জমি তৈরী করতে,ছন সংগ্রহ করতে বা পান চাষের জন্য বনে আগুন দেওয়া হয়। এর ফলে বন্যপ্রাণী আতঙ্কিত হয় এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হয়। তাই এ সকল কার্যক্রম বন্ধের উদ্যোগ করা প্রয়োজন।
- ❖ বন্যপ্রাণীর খাবার সরবরাহকারী উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে, ফলে সৃষ্ট খাবার সংকটের কারনে বন্যপ্রাণী লোকালয়ে প্রবেশ করছে অতঃপর মানুষের হাতে ধরা পড়ে প্রাণ হারাচ্ছে। পর্যাপ্ত বনাচ্ছাদন না থাকায় এবং বিশেষ বন্যপ্রাণীর প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ প্রজাতির গাছ এবং বড় গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় আবাস্থলের সংকট প্রকট হয়েছে। এ সব সমস্যা সমাধানের জন যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া দরকার।
- ❖ বনের অভ্যন্ড়রে বিভিন্ন সম্পদ সংগ্রহ ও অন্য নানাবিধ প্রয়োজনে মানুষের অনুপ্রবেশ বাড়ছে বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক বিচরণ বাধাগ্রস্থ করছে। অবৈধ বৃক্ষ নিধন প্রক্রিয়া অব্যহত থাকায় বন্যপ্রাণীর আবাস্থল ও খাদ্যের সংকট হচ্ছে । এ সব সমস্যা সমাধানের জন যথাযথ উদ্যোগ গ্রহন করা প্রয়োজন।
- ❖ অবৈধ জবর দখল প্রক্রিয়া চলমান থাকায় দিন দিন বনভূমি সংকুচিত হচ্ছে এবং বন্যপ্রাণীর ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এ সকল বনভূমি দখলমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ সহ পুন: বনায়নের আওতায় আনা জর"রী।

২.৪ বনাঞ্চলের সীমারেখা

- ❖ **বনাঞ্চল জরিপ/জোনিং:** আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বনাঞ্চল জরীপ করে বিভিন্ন জোনে ভাগ করা যেতে পারে।
- ❖ **প্রাকৃতিক চিহ্ন দিয়ে সীমানা নির্ধারন:** বনাঞ্চলে বিদ্যমান বিশেষতঃ গর্জন, সেগুন, তেলসুর প্রভৃতি জাতের গাছ দ্বারা অথবা ছড়া বা রাস্ড়া ধরে স্থায়ীভাবে বনের সীমানা নির্ধারন করা যেতে পারে।
- ❖ **সীমানা পিলার স্থাপন:** জরীপ শেষে বনাঞ্চলের চারিপার্শ্বে কিছু দূর পরপর খালী জায়গায় স্থায়ী পিলার স্থাপন করা যেতে পারে।
- ❖ **জবরদখল প্রতিরোধ:** বনভূমি জবরদখল রোধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং সরকারী বিদ্যমান আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে জবরদখল প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

২.৫ বনাঞ্চলের জীব ভৌত অবস্থা: কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ও বিরল প্রজাতি সহ অসংখ্য জীবজন্তুতে ভরপুর। এখানকার বন ক্রান্ড়ীয় উষ্ণ মন্ডলীয় মিশ্র চিরহরিৎ বন এর অন্র্ড়ভুক্ত। এতে অনেক গুলি উচুঁ-নীচু পাহাড় রয়েছে যা কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান পাহাড়ী বনের প্রতিনিধিত্ব করে। জাতীয় উদ্যান এলাকার মাটি মূলতঃ বাদামী বর্নের, শিলামাটি, বেলে-দোআঁশ প্রকৃতির এবং অম্-ীয় তবে অম্- ত্বের মাত্রা স্থানভেদে কম বেশী হয়। এখানকার মাটি অপেক্ষাকৃত কম উর্বর কিন্তু আর্দ্র উষ্ণ মন্ডলীয় আবহাওয়ায় পতিত লতাপাতার পচন দ্র"ত ঘটে বিধায় মাটির উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত হিউমাস সমৃদ্ধ। পাহাড়ের অধিকাংশ এলাকা বৃক্ষ শূন্য হওয়ায় প্রতি বছর এখানে ব্যাপক ভুমি ধ্বস বিদ্যমান। তথাপি এখানে হাতি, হরিণ, বানর, হনুমান, উল-ুক, চশমা বানর, কাঠ ময়ূর, সজার", শুকর, বন মোরগ, বন বিড়াল, শিয়াল, ময়না, ধনেশ, টিয়া, পেঁচা, বক, শালিক, হায়না, অজগর সহ বিভিন্ন প্রজাতির সাপ রয়েছে। পাহাড়ী ছড়ায় বিভিন্ন প্রজাতির কচ্ছপ রয়েছে। পাহাড় হতে উৎপন্ন ছড়া ও ঝর্ণা কর্ণফুলী নদীতে এবং পরবর্তীতে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

৩.০ জীববৈচিত্র্য এবং আবাসস্থল

৩.১ প্রতিবেশ / বাস্তুতন্ত্র (উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের সহিত পরিবেশের সম্পর্ক) বিশে- ষণ

বনাঞ্চল ও বন্যপ্রানী: কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান মূলতঃ একটি ক্রান্ড্রীয় উষ্ণ মন্ডলীয় মিশ্র চিরহরিৎ বন। এ বনকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করার আগে এখানে জুম চাষ করা হত। বর্তমানে এখানে কিছু প্রাকৃতিক ও সৃজিত বৃক্ষের বন রয়েছে। এখানে গর্জন, সেগুন, জাম, বটসহ বহু মূল্যবান গাছ এবং অতি বিপন্ন ও বিরল প্রজাতির হাতী, উল-ুক, চশমা বানর, মুখপোড়া হনুমান, কাঠ ময়ূর, মথুরা, ধনেশ বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখি আছে।

এ অভয়ারণ্যে ১৬৭ প্রজাতির উদ্ভিদ, ২০ প্রজাতির স্ড়ন্যপায়ী প্রানী, ১৪৬ প্রজাতির পাখি, ৬ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ৪ প্রজাতির উভচর প্রাণী রয়েছে। কর্ণফুলী নদী নিকটবর্তী থাকায় পাখির খাদ্য সহজলভ্য হলেও পাকা সড়ক থাকায় শব্দ দূষণের ফলে পাকপাখালি হারিয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এখানকার কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি বর্তমানে সংকটাপন্ন।

কৃষি : কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের ল্যান্ডস্কেপে ধান, তরমুজ, শশা, ক্ষীরা, বেগুন, মরিচ, আলু, কচু, হলুদ, বিভিন্ন সবজি আবাদ করা হয়।

বনাঞ্চল ভিত্তিক পণ্যসমূহ

কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে উৎপাদিত পন্যসমূহ বনের ওপর নির্ভরশীল হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকায়নে গুর"ত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। এ বনে উৎপাদিত উলে- খযোগ্য পন্যগুলি হলঃ ঘর ও আসবাবপত্র তৈরির কাঠ, জ্বালানী কাঠ, ঔষুধি গাছ, বাঁশ, বেত, অর্কিড, মধু, বিভিন্ন প্রকার ফল-ফলাদি, ছন, ধানসহ বিভিন্ন ফলমূল ও শাকসবজি।

৩.২ জীব বৈচিত্র্যের ব্যবহার

কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের চারপাশে বিশাল জনগোষ্ঠী বসবাস করে। দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর পাশাপশি জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তারা এ বন থেকে নিয়মিত জ্বালানি কাঠ, বাঁশ, বেত, বনজ ফল-মূল, মধু ইত্যাদি সংগ্রহ করে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় এখানকার উৎপাদিত পন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় সহজে পরিবহন ও সরবরাহ করা যায়।

৪.০ জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা

৪.১ বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসমূহ

বর্তমানে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানটি সহ-ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। 'নিসর্গ নেটওয়ার্ক' এর সহায়তায় এখানে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। সরকার প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে, অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার ভিত্তি হচ্ছে, রক্ষিত এলাকা/প্রাকৃতিক বন ও জলাভূমি থেকে প্রাপ্ত সুফল বা উপকার সকল অংশগ্রহণকারী ও সহযোগিদের মধ্যে সুষম বণ্টন এবং সিদ্ধান্ড়গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকলের কার্যকর অংশগ্রহনের নিশ্চয়তা। অংশগ্রহণ ও সহযোগীতার মাধ্যমে রক্ষিত বন এলাকা সংরক্ষণের এ প্রক্রিয়াটিকে 'সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' বলা হয়। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে একটি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন নিয়োজিত আছে। এ সংগঠন দ্বিস্ড়র বিশিষ্ট। প্রথম স্ড়র হল 'সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' যা নীতি নির্ধারণী স্ড়র হিসেবে কাজ করে এবং দ্বিতীয় স্ড়র হল 'সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি' যা নীতিমালার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করে।

উপরোক্ত কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানকে রেঞ্জ ওয়ারী দুইভাগে ভাগ করে 'কাপ্তাই সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি' এবং কর্নফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে দুইটি সহ- ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হয়েছে। কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের কর্নফুলী রেঞ্জের আওতাধীন কর্নফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির অধীন ১৭টি ভিলেজ কনজারভেশন ফোরাম (ভিসিএফ), ১টি পিপলস্ ফোরাম (পিএফ), ৫টি কমিউনিটি পেট্রোলিং গ্রুপ (সিপিজি), ১টি কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি), ১টি কো-ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল এবং ১টি ফরেষ্ট কনজারভেশন ক্লাব (এফসিসি) গঠন করা হয়েছে। উলেণ্ঢখ্য যে 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ (সংশোধিত) আদেশ, ১৯৭৪' এবং বন আইন ১৯২৭ এর নির্দেশনা অনুযায়ী বন অধিদপ্তরের' পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিন বন বিভাগ কর্তৃক কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়। উলেণ্ঢখিত আইন অনুযায়ী, কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের ৫৪৬৪.৭৮ হেক্টরের সীমানার মধ্যে কোন প্রকার বনজ দ্রব্য আহরণ, পরিবহন ও অপসারণ সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৪.২ বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা

বর্তমানে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান বন আইন ১৯২৭ এবং 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ (সংশোধিত) আদেশ ১৯৭৪' অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। বন্যপ্রানী ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্নিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহন করা যেতে পারে ঃ

- **পশু খাদ্যের বাগান সৃজন :** কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীর মধ্যে রয়েছে অতি বিপন্ন ও বিরল প্রজাতির হাতী, উল-ুক, চশমাপরা বানর, মুখপোড়া হনুমান, কাঠ ময়ূর, মথুরা, ধনেশ প্রভৃতি উলেণ্ঢখ্য। খাদ্যাভাবে এরা দিন দিন বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এমনকি খাদ্যের সন্ধানে অনেক সময় এরা লোকালয়ে চলে আসে। যার দরুন প্রতি বছর কাপ্তাইয়ের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে গড়ে ১৫-২০টি ঘরবাড়ি ও শস্যের ক্ষতি সাধিত হয়। তাই জরুরীভাবে বিশেষ এলাকা চিহ্নিত করে বাঁশ, কলাসহ বিভিন্ন পশু খাদ্যের বাগান সৃজন করা জরুরী।
- **আবাসস্থল উন্নয়ন :** বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়নের জন্য ন্যারা পাহাড়ে উপযুক্ত প্রজাতির বনায়ন করা দরকার।
- **বংশ বৃদ্ধি / উন্নয়ন করা :** অতি বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিসমূহের বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।
- **পশুপাখি রক্ষায় জনমত তৈরী করা :** বন্য গাছপালা, পশুপাখি যে পরিবেশের অভিচ্ছেদ্য অংশ তা বনের আশেপাশের বসবাসকারী জনগণকে বুঝানোর জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪.৩ জীববৈচিত্র্যের আবাস্থল রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনরুদ্ধার

কাপ্তাই বনকে প্রথমে সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং একটি অংশকে পরবর্তীতে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ফলে আবাসস্থল রক্ষার প্রয়োজনে বন বিভাগ অবৈধভাবে বৃক্ষ নিধন, বন্যপ্রাণি শিকার, বনে আগুন দেয়া ইত্যাদি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করে। বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পরেও কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থ্যাপনার দায়িত্ব' পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিত বন বিভাগ, রাঙ্গামাটির' উপরই ন্যাস্ড় থেকে যায়। তদুপুরি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারে বন বিভাগটি নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায় বর্তমানে স্থানীয় জনগনকে সম্পৃক্ত করে যৌথভাবে জীববৈচিত্র্যে রক্ষা এবং আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

৪.৪ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত হওয়ায় এবং এর যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় এখানে পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের উজ্জল সম্ভাবনার ক্ষেত্র উম্মোচিত হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় এবং জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্ড়রে ও বাইরে ইদানিং নানাবিধ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন সুবিধার বিস্ড়র ঘটায় উলেণ্ঢখযোগ্য সংখ্যক দেশী বিদেশী পর্যটকের আগমন ঘটছে। সরকারী প্রজ্ঞাপন

অনুযায়ী, এই জাতীয় উদ্যান হতে উর্পাজিত আয় তথা পর্যটন হতে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ পরবর্তী বছর সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রদান করার ব্যবস্থা রয়েছে। এ অর্থ দ্বারা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি জাতীয় উদ্যান এবং তৎসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকার সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কাজে ব্যয় করার ঘটনা বাংলাদেশে নজিরবিহীন। জাতীয় উদ্যান কেন্দ্রিক পিকনিক স্পট, টয়লেট সুবিধা, পানি সরবরাহ, টুরিস্ট শেড, বসার বেঞ্চ ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছে। এখানে ৭ জন প্রশিক্ষিত ইকো-ট্যুর গাইড আছে। এছাড়া বনের নিরাপত্তার জন্য বনবিভাগের সাথে কমিউনিটি পেট্রোলিং গ্র“পের (সিপিজি) সদস্যদের যৌথ টহল দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

৪.৫ বনাঞ্চল ভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য ব্যবস্থাপনা

পূর্বে নির্দিষ্ট অংকের রাজস্ব গ্রহনের বিনিময়ে কাপ্তাই এর বন হতে উৎপাদিত পণ্য আহরণের জন্য পারমিট প্রদান করা হতো।কিন্তু জাতীয় উদ্যান ঘোষনার পর থেকেই পারমিট প্রথা বন্ধ করা হয়েছে। বর্তমানে বনের ভিতর ও আশেপাশের বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের জীবিকায়নের প্রয়োজনে এ সম্পদসমূহ অবৈধভাবে আহরন করে। তবে এ ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রনয়ন এবং এর সঠিক প্রয়োগ বাঞ্চনীয়।

৪.৬ জাতীয় উদ্যান ব্যবস্থাপনার প্রতিবন্ধকতা

- ❖ কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের ম্যাপ নিয়মিতভাবে হাল নাগাদ না করা
- ❖ নিয়মিত বা নির্ধারিত বিরতিতে বন শুমারী পরিচালনা না করা
- ❖ বন বিভাগের প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব
- ❖ বন বিভাগের প্রয়োজনীয় পরিবহন ও আধুনিক উপকরণের স্বল্পতা
- ❖ বনকর্মীদের আধুনিক বন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত দক্ষতার অভাব
- ❖ যৌথ বন টহল দলের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক আস্থার অভাব
- ❖ সরকারী অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে বন বিভাগের কার্যকরী যোগাযোগের অভাব
- ❖ কমিনিটি পেট্রোলিং গ্র“পের জন্য অপ্রতুল আর্থিক সুযোগ সুবিধা
- ❖ একটি কার্যকর সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান এখনও প্রতিষ্ঠিত না হওয়া

৪.৭ প্রাতিষ্ঠানিক এবং সু-শাসন সম্পর্কিত ইস্যুসমূহ

কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান ব্যবস্থাপনায় বন বিভাগের সহযোগী হিসাবে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্পৃক্ত হওয়ায় তাদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহন করা জর“রী ঃ

- ❖ **নিয়মিত সিএমসি/সংশি- ষ্ট কমিটির মিটিং:** সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সিএমসি সহ সকল সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিয়মিত সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করা
- ❖ **আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা :** সিএমসির আয় ব্যয়ের হিসাব সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করতঃ সংশি- ষ্ট সকলকে অবহিত করণ এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের অনুমোদন গ্রহন স্বাপেক্ষে বাস্ড়বায়ন করা।
- ❖ **রেজুলেশন ও প্রতিবেদন :** প্রতিটি সভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ড় সমূহ কার্যবিবরণী হিসেবে তৈরী করত: প্রতিটি সংগঠনের সংশি- ষ্ট মহলে যথা সময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করা

- ❖ **জবাবদিহিতা ও আমানতদারিতা :** প্রতিটি সদস্যের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকা এবং সম্পাদিত দায়িত্ব সম্পর্কে যে কোন সময় জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত থাকা

৫.০ ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বর্তমান অবস্থা

৫.১ ল্যান্ডস্কেপ পন্থা

ল্যান্ডস্কেপ পন্থা হল এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুধুমাত্র জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্ড়রের সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশ ইত্যাদি রক্ষায় সীমাবদ্ধ না রেখে জাতীয় উদ্যান এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান সকল উপাদান অর্থাৎ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত আবাসস্থল/বন, প্রতিবেশ ব্যবস্থা, নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী, সামাজিক/প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে এবং পরস্পর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রনয়ন পূর্বক তা বাস্ড়বায়ন করা।

৫.২ রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা

- ❖ কর্ণফুলী রেঞ্জের উত্তরে কাপ্তাই রেঞ্জ, পূর্বে বাইয্যাতলী ১১৯ নং মৌজা, দক্ষিণে আড়াছড়ি মৌজা ও পাল্ল উড বন বিভাগ, কাপ্তাই এবং পূর্বে চিৎমরম ৩২৩ মৌজা অবস্থিত
- ❖ **বর্তমান ল্যান্ডস্কেপ এলাকা গুলি হচ্ছেঃ** চিৎমরম বড়পাড়া, চিৎমরম মুসলিমপাড়া, চিৎমরম হেডম্যানপাড়া, বামুনিপাড়া, ঢালাপাড়া, চংড়াছড়িপাড়া, আমতলিপাড়া, আগাপাড়া, চাক্কোয়াপাড়া, পুর্ণবাসনপাড়া, আড়াছড়িপাড়া, মইন্দনপাড়া, সুইপারকলোনি, চৌধুরীছড়া, কলাবুনিয়া, হরিনছড়া, ভাইবোন ছড়া
- ❖ **গ্রামাঞ্চল হাটবাজার :** ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় বেশ কিছু দৈনিক ও সাপ্তাহিক হাটবাজার নিয়মিত বসে
- ❖ **জলাভূমি/নদী :** পাহাড় হতে উৎপন্ন কিছু ছড়া এবং খাল কর্ণফুলী নদীতে পতিত হয়েছে, এ নদী বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে
- ❖ **বিদ্যমান কৃষি জমি :** বাফার জোন এবং ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় কৃষি জমি বিদ্যমান যেখানে বিভিন্ন ধরণের ফসল নিয়মিত চাষ করা হয়
- ❖ **উপজাতি পল-ী :** ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় মার্মা, চাকমা, তংচঙ্গা, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বসতি রয়েছে
- ❖ **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :** ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ এবং এনজিও সংস্থার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে

৫.৩ ভূমি ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা

কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের সহ-ব্যবস্থাপনাধীন এলাকায় প্রাকৃতিক বন সহ বিভিন্ন মেয়াদী সৃজিত বাগান এবং গো-খাদ্যের বাগান রয়েছে। কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের আওতাধীন এলাকায় বনভূমির জবরদখল সমস্যা অন্যান্য রক্ষিত এলাকার ন্যায়। ভিলেজারের সংখ্যা ১৮ পরিবার।

বনের অভ্যন্ড়রে যে সকল এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে বনের স্বাভাবিক পুনর"জ্জীবন প্রক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে না এমন কিছু এলাকায় বন বিভাগ ইতিমধ্যে এনরিচমেন্ট বাগান সৃজন করেছে। ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বিভিন্ন রাস্ড়ার (সড়ক ও জনপথ, ইউনিয়ন পরিষদ, এলজিইডি ইত্যাদি) দুই ধারে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্ট্রীপ বা সড়ক বনায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয় জনসাধারণ ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় এবং অনেক সময় জবরদখলকৃত বন এলাকায়

কৃষিকাজ মূলতঃ সব্জি চাষ করে। কৃষি ও সব্জি চাষে উৎপাদিত ফসল তাদের পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি জীবিকা উপার্জনেও সহায়তা করে।

৫.৪ সংলগ্ন/সংশি- ষ্ট গ্রামসমূহ

কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের কর্নফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির আওতাধীন সংশি- ষ্ট গ্রামগুলো হলো চিৎমরম বড়পাড়া, চিৎমরম মুসলিমপাড়া, চিৎমরম হেডম্যানপাড়া, বামুনিপাড়া, ঢালাপাড়া, চংড়াছড়িপাড়া, আমতলিপাড়া, আগাপাড়া, চাক্কোয়াপাড়া, পুর্ণবাসনপাড়া, আড়াছড়িপাড়া, মইন্দনপাড়া, সুইপারকলোনি, চৌধুরী ছড়া, কলাবুনিয়া, হরিন ছড়া ও ভাইবোন ছড়া।

৫.৫ স্টেকহোল্ডার পর্যালোচনা

কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের চারপাশে নিম্নলিখিত তিন ধরনের স্টেকহোল্ডার রয়েছে। যথা:

- **প্রাতিষ্ঠানিক স্টেকহোল্ডারঃ** বন বিভাগ, এন জি ও, ইউনিয়ন পরিষদ, ব্যাংক, বিজিবি এবং পুলিশ
- **প্রাথমিক স্টেকহোল্ডারঃ** জ্বালানী কাঠ সংগ্রাহক, অবৈধ বৃক্ষ নিধনকারী ও পাচারকারী, বাঁশ ও কাঠ সংগ্রাহক, শাক-সব্জি সংগ্রহকারী, মধু সংগ্রহকারী, বনের জমি জবরদখলকারী, পান চাষি, পর্যটক, শিকারী
- **দ্বিতীয় স্ড়রের স্টেকহোল্ডারঃ** কাঠ ব্যবসায়ী, স মিল মালিক, ইট ভাটার মালিক, ফার্নিচার ব্যবসায়ী, ইত্যাদি

বর্তমানে কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় ১৭টি গ্রাম/পাড়া রয়েছে। যেখানে আনুমানিক প্রায় ৭৬০ পরিবারে ৩৮০০ জন সদস্য রয়েছে। এখানে বয়স্ক শিক্ষার হার প্রায় ৩০%। প্রায় ৩০% জনগোষ্ঠী কৃষি নির্ভর, ১০% মৎস্যজীবী, ৫০% দিন মজুর এবং ১০% অন্যান্য পেশায় জড়িত।

৫.৬ কৃষি জমি এবং বসত ভিটার ব্যবহার

ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় নিজস্ব জমি এবং জবরদখলকৃত বনভূমিতে ধান ও সব্জি চাষ করে স্থানীয় জনসাধারণ তাদের পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি জীবিকা উপার্জন করে। ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় তরমুজ, ভাঙ্গি, ভূট্টা, ধান চাষ বেশ জনপ্রিয় এবং জীবিকা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। বসত বাড়ীতে ফলজ, বনজ, ঔষধী গাছ রোপণ ও পরিচর্যা করা হয়।

৫.৭ বনভূমি অবৈধ দখল:

কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির আওতাধীন বন এলাকায় বেশ কিছু পরিমান বনভূমির জবরদখল করা হয়েছে। বাহিরের লোকের পাশাপাশি ভিলেজারাও এই জবরদখলকারীর অংশীদার।

পার্ট - ২

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে কৌশলগত সুপারিশমালা

১.০ রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা

১.১ উদ্দেশ্য

কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের উদ্দেশ্য হল উদ্যানের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ বন এলাকা টিকিয়ে রাখাসহ জীববৈচিত্র্যকে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য অবস্থায় ধরে রাখা। সাথে সাথে আশেপাশের বসবাসকারী দরিদ্রজনগনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন। পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য গুলো নিম্নরূপ ঃ

- ❖ এমন একটি সহ-ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যা কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, সহ-ব্যবস্থাপনা নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রনয়ন এবং এর সঠিক ভাবে বাস্ড়বায়ন
- ❖ সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এবং মূল স্টেকহোল্ডার ও স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সহ-ব্যবস্থাপনা দলের অনুবর্তী হয়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষন করা
- ❖ রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন, কর্মপ্রক্রিয়া নির্ধারণ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাজের সক্ষমতা অর্জন এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা
- ❖ জাতীয় উদ্যানের উদ্ভিদ এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ যার অন্তর্ভূক্ত থাকবে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন প্রাণী, সংরক্ষিত প্রাণী এবং দূর্লভ প্রজাতির বৃক্ষ
- ❖ যত দ্রুত সম্ভব উদ্ভিদকূল, প্রাণীকূল ও ভৌত উপাদান সম্পর্কিত বিষয় পুনরুদ্ধার করা এবং তা বজায় রাখা সহ বনজ প্রতিবেশের উৎপাদনশীলতা ধরে রাখা
- ❖ নির্দিষ্ট কিছু স্থানে পরিবেশ বান্ধব পর্যটনকে উৎসাহিত করা এবং দর্শনার্থীদের ভ্রমণের জন্য ট্রেইলের উন্নয়নসহ জাতীয় উদ্যানের অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বৃদ্ধি করা
- ❖ সর্বোপরি, আয় সৃষ্টি সংক্রান্ড় কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় বননির্ভরশীল দরিদ্র জনগনের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ জীবিকার উন্নয়ন

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য মূল কার্যক্রমের পাশাপাশি নিম্নোক্ত কার্যক্রম গুলোও হাতে নিতে হবেঃ

- ❖ জরিপের মাধ্যমে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের তথা কর্নফুলী সহ-ব্যবস্থাপনাধীন এলাকার সীমানা চিহ্নিত করা
- ❖ এমন একটি সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল গড়ে তোলা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত কাজে সংশি- ষ্ট নীতি বিষয়ক নির্দেশনা প্রণয়ন, সহ-ব্যবস্থাপনাকে রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণের সাথে সংগতিপূর্ণ করে গড়ে তোলা যাতে সকল স্টেকহোল্ডারদের মাঝে আলোচনার মাধ্যমে এর ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়
- ❖ জীববৈচিত্র্যের জরিপ করা
- ❖ বন বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যাতে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় সংশি- ষ্ঠ বনবিভাগের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীগন যথাযথ ভাবে তাদের ভূমিকা রাখতে পারে
- ❖ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সংরক্ষণ বিষয়ক ইস্যুতে সম্প্রসারণ কার্যক্রম গড়ে তোলা
- ❖ স্থানীয় স্টেকহোল্ডার এবং বন বিভাগের কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও সচেতনতা সৃষ্টিসহ রক্ষিত এলাকার সংরক্ষন এবং সুবিধা উন্নয়ন কার্যকর ভূমিকা পালনের সক্ষমতা অর্জন
- ❖ কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের মধ্যে দর্শনার্থীদের জন্য অপরিহার্য সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন করা
- ❖ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আশেপাশের গ্রামগুলিতে বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদের যোগান বৃদ্ধি করা
- ❖ দেশীয় জাতের চারার মাধ্যমে বনায়নকে উৎসাহিত করা এবং ধীরে ধীরে বিদেশী জাতের স্থলে দেশীয় জাতের চারা রোপণ করা
- ❖ বন নির্ভর দরিদ্র জনগনের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা

১.২ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

সরকারী সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগীতা গ্রহণ করা হচ্ছে। সহ-ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ও সহযোগী সকলের মধ্যে রক্ষিত এলাকা/প্রাকৃতিক বন থেকে প্রাপ্ত সুফল বা উপকার সুষমভাবে বন্টন করা হবে এবং ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন বিষয়ে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকলের কার্যকর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। সকল স্টেকহোল্ডারদের কার্যকরী অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার এই প্রক্রিয়াই হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা।

১.২.১ সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্যের দীর্ঘ মেয়াদী সংরক্ষণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্থানীয় জনসাধারণকে প্রধান স্টোকহোল্ডার হিসাবে অংশ গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করা
- ❖ রক্ষিত এলাকার আশপাশে বসবাসকারী জনগণের অংশ গ্রহণ ভিত্তিক বনজ সম্পদের ব্যবহার ও বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো
- ❖ রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ এবং যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিসহ উন্নততর প্রশাসনিক কাঠামো নিশ্চিতকরণ
- ❖ পরিবেশ পর্যটনকে উৎসাহিত করা এবং দর্শনার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা
- ❖ স্থানীয় জনগণের পরামর্শ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া
- ❖ রক্ষিত এলাকায় বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা এবং প্রয়োজনীয় গবেষণার বিষয় সনাক্ত করা
- ❖ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ও এর সাথে খাপ খাওয়ানোর কৌশল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা

১.২.২ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিয়োজিত সংগঠন। এই সংগঠন হচ্ছে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার সাথে বিভিন্ন ভাবে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী ও সরকারি বিভাগের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত। কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের কর্নফুলী রেঞ্জের অধীন সহ-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংগঠনগুলো হলো: ভিলেজ কনজারভেশন ফোরাম (ভিসিএফ), পিপলস্ ফোরাম (পিএফ), সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি)। এছাড়াও সহ-ব্যবস্থাপনায় আওতায় অন্যান্য সহযোগী সংগঠন গুলো হচ্ছে: কমিউনিটি পেট্রোলিং গ্রুপ (সিপিজি), ফরেস্ট কনজারভেশন ক্লাব (এফসিসি), সিবিও, স্থানীয় সরকার বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি প্রমূখ।

প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহের দক্ষতা এবং নেটওয়ার্কিং তৈরীর মাধ্যমে নিমোক্ত উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হতে পারে ঃ

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সকল সংগঠন সমূহের মধ্যে একটি কার্যকর নেটওয়ার্ক স্থাপন
- ❖ রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য কৌশলগত সামর্থ্য উন্নয়ন
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় নতুন নতুন এলাকা অন্ড়র্ভূক্ত করা
- ❖ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণ এবং এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টিতে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান
- ❖ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা
- ❖ বন নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বনের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা ও বিকল্প কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

১.২.৩ সুবিধাসমূহের বন্টন

ক) ৫০ শতাংশ রাজস্ব আয় রক্ষিত এলাকার উন্নয়নে ব্যয়ঃ

রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত প্রবেশ ফি ও পাকিং হতে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ পরবর্তী বছর জাতীয় উদ্যানের উন্নয়নে ব্যয় করার জন্য সরকার কর্তৃক সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন: রক্ষিত এলাকায় দর্শনার্থী কর্তৃক প্রদেয় প্রবেশ ফি, পাকিং ফি, স্টুডেন্ট ডরমেটরী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিকট পরবর্তী বছর ফেরত দেয়া হয়। এছাড়াও বাফার এলাকায় সামাজিক বনায়নের মাধ্যমেও উপকারভোগীগন সৃষ্ট বন হতে নিম্নরুপ লভ্যাংশ পেতে পারেন ঃ

খ) শালবন ব্যতীত বিদ্যমান বাগান ও প্রাকৃতিক বনের ক্ষেত্রে ঃ

১) বন অধিদপ্তর ৫০%
২) উপকারভোগী ৪০%
৩) বৃক্ষরোপণ তহবিল ১০%

গ) স্থানীয় জনগণ নিজেদের উদ্যোগে বন বিভাগের ভূমিতে গৃহীত সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে ঃ

১) বন অধিদপ্তর ২৫%
২) উপকারভোগী ৭৫%

ঘ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ভূমিতে সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে ঃ

১) বন অধিদপ্তর ১০%
২) উপকাভোগী ৭৫%
৩) ভূমির মালিক সংস্থা ১৫%

উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্ড়বায়নের ফলে সুবিধাভোগীদের উপকার নিশ্চিত হবে।

১.২.৪ ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল

কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্ড়রে এবং আশেপাশে ব্যাপক সংখ্যক জনগণ রয়েছে যাদের অধিকাংশের জীবিকা বিদ্যমান বনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। এই জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয় সৃষ্টি, সামাজিক ও সামষ্টিক উন্নয়নে আইপ্যাক প্রকল্প কর্তৃক ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল প্রদানের মাধ্যমে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উলে"খ্য যে বিভিন্ন প্রকার বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন করা ছাড়াও ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে কর্নফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি ৩০০৪৩০/- টাকা ব্যয়ে গ্র"প ভিত্তিক প্রকল্প বাস্ড়বায়ন করছে। কিন্তু এই বিশাল কর্মকান্ড অন্যান্য সংশি- ষ্টদের সহযোগিতা ছাড়া একক ভাবে আইপ্যাক প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। এজন্য 'নিসর্গ নেটওয়ার্ক' সংশি- ষ্ট অংশীদার ও সমর্থনকারী বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারি সংস্থার যৌথউদ্যোগ ও অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। বিকল্প আয় বৃদ্ধি ও ব্যবসায় উদ্যোগ সমূহে সংশি- ষ্ট সংস্থাকে জড়িত করার মাধ্যমে বনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভবপর হতে পারে।

কোন সেবাদানকারী প্রতিষ্টান যেমন: ইউএসএইড, ইসি, ইউএনডিপি, জাইকা, জলবায়ু উন্নয়ন ফান্ড ইত্যাদি হতে তহবিল পাওয়া গেলে তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে।

২.০ আবাসস্থল পূনর"দ্ধার কর্মসূচি

২.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ জীববৈচিত্রের উন্নয়নের সাথে সাথে উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের বংশ বৃদ্ধির প্রয়াস
- ❖ রক্ষিত অঞ্চলে জনবসতি স্থাপন বন্ধ ও কৃষি কাজ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নতুন বন সৃজনসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
- ❖ উল-ুক, ধনেশ, হাতিসহ বিপদাপন্ন প্রাণীদের নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করা
- ❖ বন্যপ্রাণীর অবাধ চলাচল, খাদ্য ও আশ্রয় নিশ্চিত করা
- ❖ নিয়ন্ত্রিত ইকো-টুরিজমের বিকাশ

- ❖ জলাশয়ের বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবহার, ইত্যাদি।

২.২ বর্তমান বনাঞ্চল এবং তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ ম্যাপ হালনাগাদকরণ

- ❖ বর্তমান বনাঞ্চল এবং ল্যান্ডস্কেপের বাস্ড়ব সম্মত ম্যাপ প্রনয়ন করা প্রয়োজন
- ❖ জাতীয় উদ্যানের ম্যাপে বিভিন্ন জোন, ঐতিহাসিক স্থান/নিদর্শন সুস্পষ্ট উলে- খ থাকা দরকার

২.৩ সীমানা চিহ্নিতকরণ

সীমানা চিহ্নিত করণের জন্য যথাযথভাবে সার্ভে করার পর সীমানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সীমানা পিলার স্থাপনা করতে হবে। এর পাশাপাশি সচেতনতা ও নির্দেশনামূলক সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ডও স্থাপন করা যেতে পারে। ইতিপূর্বে স্থাপিত সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ড প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মেরামত ও পূণঃমুদ্রণ করা যেতে পারে।

২.৪ অবৈধভাবে গাছ কাটা/বনে আগুন দেয়া/পশু চরানো নিয়ন্ত্রণ করা

উপরোক্ত বিষয়গুলি বাস্ড়বায়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্নিত ব্যবস্থা গুলো গ্রহন করা যেতে পারে ঃ

- ❖ অবৈধ গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণে বন বিভাগের কর্মীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সরবরাহ করা
- ❖ যৌথ বন টহল দল পূর্ণগঠন ও শক্তিশালী করা সহ জাতীয় উদ্যানে নিয়মিত যৌথ টহল নিশ্চিত করা
- ❖ যৌথ টহল দলের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে, বিভিন্ন প্রকল্প ও দাতা সংস্থা হতে সাহায্য আহবান করা
- ❖ সংরক্ষন কাজে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মাঠকর্মী ও স্থানীয় লোকজনদের কেউ দৃষ্টান্ড়মূলক অবদান রাখতে পারলে তাকে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- ❖ বন নির্ভর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে বিকল্প আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করা
- ❖ ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা
- ❖ অবকাঠামো (স্কুল, রাস্ড়াঘাট, ব্রীজ/কালভার্ট) উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্ড়বায়ন করা
- ❖ আগুন নির্বাপনী প্রয়োজনীয় যন্ত্র-পাতির সরবরাহ করা
- ❖ বনে গোচারণ বন্ধে গবাদি পশুর মালিকদের অবহিত করা সহ উদ্বুদ্দ করন কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন করা
- ❖ বনভূমির অবৈধ দখল মুক্ত করা ও অবৈধ দখলরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- ❖ সি এম সি ও বন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সভার মাধ্যমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ড়গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করা
- ❖ গন সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে সভা ও সমাবেশ করা

৩.০ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৩.১ উদ্দেশ্য

জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ঃ

- ❖ হুমকীর সম্মুখীন রক্ষিত বনাঞ্চলের কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাতে জীববৈচিত্র্য রক্ষা পায়
- ❖ বনকে উন্নয়ন ও প্রকৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে বন্যপ্রাণী বসবাসের উপযোগী করে তোলা
- ❖ বনের সম্ভাবনাময় উৎস্যগুলোকে সংরক্ষণ করা যার মধ্যে নির্বাচিত জীববৈচিত্র্যও অন্ড়র্ভূক্ত থাকবে

- ❖ স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ ও কার্যকর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে শক্তিশালীকরণ

৩.২ তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ব্যবস্থাপনা

ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকায় স্ট্রীপ বনায়ন, সংযোগ সড়ক নির্মাণ, ব্রীজ, কালভার্ট সংস্কার/নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, সেনিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বল্পমূল্যে উন্নত চুলা স্থাপন, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধি ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা। এ কাজে অর্থের সংকুলান করতে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও দাতা সংস্থাগুলি হতে অর্থ সহায়তা গ্রহণের প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় কর্মরত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে।

৩.৩ রক্ষিত এলাকার মূল অংশ (কোর জোন) ব্যবস্থাপনা

৩.৩.১ আবাসস্থল উন্নয়ন কার্যক্রম

৩.৩.১.১ এনরিচমেন্ট পণ্ডান্টেশন ঃ

- ❖ কোর জোনের ক্ষতিগ্রস্থ অংশ যেখানে প্রাকৃতিক ভাবে বনের স্বাভাবিক পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হচ্ছে সেখানে নতুন বনায়ন করা সহ বিদ্যমান প্রাকৃতিক বনের যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা

৩.৩.১.২ ঘাস জমির উন্নয়ন

- ❖ তৃণভোজী বণ্যপ্রাণীদের খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ঘাস বাগান সৃষ্টি করা। এক্ষেত্রে সরকারী খাস জমির উপর নির্ভর করা যেতে পারে

৩.৩.১.৩ জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণ

- ❖ বণ্যপ্রাণীদের জন্য বনের অভ্যন্ড়রে পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাঁধ নির্মানের মাধ্যমে জলাশয় সৃষ্টি সহ বিদ্যমান জলাশয়ের সংস্কার/পুন: খনন করা

৩.৩.১.৪ বিশেষ আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ

- ❖ বিশেষ বিশেষ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ধরনের আবাসস্থল ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন। বন্যপ্রানীর খাবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য আলাদা বনায়ন অথবা বিদ্যমান ফলদ গাছ সংরক্ষণসহ নতুন গাছ লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহন করা

৩.৪ আবাসস্থল পূনরুদ্ধার কার্যক্রম

৩.৪.১ ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা

- ❖ জলাধারের পানি প্রবাহের স্বাভাবিক গতি যাতে কোথাও বাধাগ্রস্ড় না হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন

৩.৪.২ পরিবেশ বান্ধব কর্মকান্ড পূনরুদ্ধার

- ❖ ছড়ার দুপাড়ে বাঁশের বাগান সৃজন
- ❖ হারিয়ে যাওয়া প্রজাতির পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চালানো
- ❖ জবরদখলকৃত বনভূমি উদ্ধার করে বনায়নের আওতায় আনা

৩.৪.৩ বাফার অঞ্চল

- ❖ কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে বাফার জোন নাই। এক্ষেত্রে ল্যান্ডস্কেপ জোন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। উলেণ্ঢখ্য যে ল্যান্ডস্কেপ জোনে বসবাসকারী বন নির্ভর দরিদ্র জনগনের উন্নয়ন ব্যাতিত কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের উন্নয়ন সম্ভবপর নয়।

৩.৪.৪ ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল

ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় আনা দরকার ঃ

- ❖ ইকোট্যুর গাইড প্রশিক্ষণ। বর্তমানে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ০৬ জন ইকো-টুর গাইড রয়েছে। এর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন
- ❖ ইকো-কর্টেজ স্থাপনে উৎসাহ এবং সহযোগিতা করা
- ❖ তাঁত বুনন প্রশিক্ষণ সহ আর্থিক সহযোগিতা প্রদান
- ❖ নার্সারী স্থাপনে প্রশিক্ষন ও সহায়তা
- ❖ বনের উপর চাপ কমানোর জন্য উন্নত চুলা স্থাপনে সহায়তা প্রদান
- ❖ মৎস্য আহরণে সহযোগিতা প্রদান
- ❖ ঋতুভিত্তিক সজি চাষের প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান
- ❖ রেশম চাষে সহায়তা ও প্রশিক্ষণ
- ❖ এগ্রো ফরেস্ট্রি, বাঁশ বেতের বাগান সৃজনের উপর প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান

৪.০ জীবিকায়ন এবং ভেল্যু চেইন কর্মসূচী

৪.১ উদ্দেশ্য

জীবিকায়ন এবং ভেল্যু চেইন কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- ❖ বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর স্থায়ী কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার উপর চাপ কমানো
- ❖ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের স্থায়ী বাজার তৈরীতে সহায়তা করা

৪.২ ভ্যালু চেইন এবং কনজারভেশন এন্টারপ্রাইজ

ভ্যালু চেইন প্রক্রিয়াকে টেকসই করার জন্য একই পেশায় নিয়োজিত স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে দলবদ্ধকরণ, দলগতভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ, বাজারজাত করণে উদ্ধুদ্ধকরণ এবং বাজারের সাথে সংযোগ সৃষ্ঠি। বনের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য কর্নফুলী সিএমসির আওতায় ১৭টি বিসিএফ সহ সিপিজি,এফসিসি এবং অন্যান্য সংগঠনে ভ্যালু চেইনের বিকল্প আয় বর্ধক কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন করা হচ্ছে। প্রতি ভিসিএিফ হতে ৩০ জন দরিদ্র সদস্যকে নির্ধারিত ৪ টি ট্রেডে (কৃসি,মৎস্য চাষ, বাঁশ-বেতের জিনিস তৈরী এবং নার্সারী উত্তোলন) দলগতভাবে বিভক্ত করে প্রয়োজনীয় উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে এলাকার জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে ৩০০৪৩০/- টাকা ব্যয়ে গ্রুপ ভিত্তিক বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন করা হচ্ছে।

৪.২.১ কৃষি এবং হর্টিকালচার ফসল

- ❖ কৃষি ও হর্টিকালচার ফসল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হাতে নেওয়া যেতে পারে
- ❖ উচ্চ ফলনশীল ফসলের/সবজির আবাদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা

৪.২.১.১ সমন্বিত বসতভিটা খামার ব্যবস্থাপনা

- ❖ বনজ, ফলদ ও ভেষজ চারা দ্বারা বসত ভিটা বনায়ন
- ❖ সবজি চাষ সহ হাঁস মুরগী পালন

৪.২.১.২ উচ্চ ফলনশীল ও উচ্চ মূল্যের ফসলের চাষাবাদ

- ❖ স্বল্প সময়ে উচ্চ ফলনশীল বীজ সরবরাহ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এলাকার কৃষকদের সচেতন ও সহযোগিতা করা

৪.২.১.৩ **ভিলেজ নার্সারি**

❖ বসত ভিটাতে নার্সারী উত্তোলনে উৎসাহিত এবং সহযোগিতা করা

৪.২.১.৪ **হর্টিকালচার:** আম্রপলি আম, বাউকুল, আপেল কুল, কমলা, কাঠাঁল, জাম, জলপাই, আমলকি, ইত্যাদির বাগান সৃজনে উৎসাহিত এবং সহযোগিতা করা

৪.২.২ মৎস্য চাষ / আহরণ

❖ ছড়াও জলাশয়ে পরিবেশ বান্ধব পরিবেশে মৎস্য চাষে উদ্ধুদ্দ করা সহ সহযোগিতা প্রদান। এ কাজে ভিসিএফ/সিপিজির সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে

৪.২.৩ বাঁশ সম্পদ উন্নয়ন

❖ বসত ভিটার প্রান্তিক জমিতে বাঁশ বাগান সৃজন এর মাধ্যমে কুটির শিল্পের কাচাঁমাল সরবরাহ নিশ্চিত করন

৪.২.৪ হস্তশিল্প/তাঁত শিল্প

❖ বন নির্ভর দরিদ্র মহিলা ও যুব মহিলাদের বুটিক/বাটিক ইত্যাদি তৈরীর প্রশিক্ষন সহ আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা যেতে পারে

৪.২.৫ উন্নত চুলা

❖ উন্নত চুলা স্থাপনে দক্ষ কারিগর তৈরী বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান সহ উন্নত চুলা স্থাপনে ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার জনগণকে উদ্ধুদ্ধ করা

❖ সিএমসি'র উদ্যোগে স্বল্পমূল্যে ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার জনগণের মাঝে উন্নত চুলা স্থাপন/সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে, জিটিজেড এর কাছ থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা গ্রহনের প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে।

৪.২.৬ পুকুর সংস্কার

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে বন নির্ভর দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় অবস্থিত পুকুর সংস্কার পূর্বক গ্রুপ ভিত্তিক জীবিকায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে মাছ চাষের আওতায় আনা যেতে পারে

৫.০ ফেসিলিটিজ (অবকাঠামো মূলক) উন্নয়ন কর্মসূচি

৫.১ উদ্দেশ্যসমূহ

আগত পর্যটকগণ যাতে স্বাচ্ছন্দে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে ভ্রমন এবং পর্যাপ্ত আনন্দ/জ্ঞান লাভ করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা। পর্যটকদের পরিবেশ বান্ধব থাকার পাশাপাশি বন ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বন বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবস্থান ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা|

৫.২ সুবিধাদির উন্নয়ন

পর্যটকদের প্রকৃতি উপভোগের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সুবিধাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে ঃ

❖ নতুন ট্রেইল নির্মানসহ বিদ্যমান ট্রেইল এর উন্নয়ন ও সংস্কার
❖ নিরাপত্তার জন্য বন বিট স্থাপন সহ যৌথ টহল জোরদার করা
❖ ন্যাচার পার্কের লেকে নৌকা ভ্রমনের ব্যবস্থা করা
❖ সিএমসির অফিস/প্রকৃতি পরিবীক্ষন কেন্দ্র নির্মান
❖ পর্যবেক্ষণ টাওয়ার/গোলঘর/ পিকনিক স্পট/ রেস্ট হাউজ নির্মান
❖ পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন ও পরিবেশ বান্ধব টয়লেটের ব্যবস্থা করা

৫.৩ বন রাস্তা/ট্রেইল নির্মান

- ❖ কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের সুবিধা জনক স্থানে নতুন রাস্ড়া/ট্রেইল নির্মাণ সহ বিদ্যমান ট্রেইলের উন্নয়ন সাধন
- ❖ প্রয়োজন বোধে ফুট ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ

৬.০ দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি

৬.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন শিল্পের বিকাশ
- ❖ এলাকাবাসীর বিকল্প জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি
- ❖ আদিবাসীদের শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ
- ❖ পার্কিং স্পেস সংস্কার ও সম্প্রসারন

৬.২ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

৬.২.১ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন এলাকা চিহ্নিতকরণ

- ❖ ঐতিহাসিক চিৎমরম বৌদ্ধ মন্দির ঘাট সংস্কার এর প্রতি পর্যটকরা আকৃষ্ট হয়
- ❖ কাপ্তাই মুখ বন বিটের অধীন শতবর্ষী রেস্ট হাউসের সংস্কার

৬.২.২ প্রবেশ ফি

- ❖ প্রবেশ ফি সংগ্রহের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা এবং নীতিমালা অনুযায়ী প্রকৃতি সংরক্ষণ ও এলাকাবাসীর উন্নয়নে ব্যবহার করা
- ❖ ছাত্রাবাস, ইকো-কর্টেজ এর মাধ্যমে আয় ও উন্নয়ন কাজ বাস্ড়বায়ন

৬.২.৩ প্রকৃতি এবং হাইকিং ট্রেইল

- ❖ নতুন ট্রেইল তৈরী সহ পুরাতন ট্রেইল সংস্কার করে পর্যটকদের ভ্রমনের উপযোগী করা
- ❖ হাইকিং ট্রেইলে সচেতনতা ও সতর্কতামূলক (ছবি সম্বলিত) বিল বোর্ড/ম্যাসেজ বোর্ড স্থাপন
- ❖ ট্রেইলের পার্শ্বে বর্জ্য ফেলার ডাস্টবিন স্থাপন
- ❖ টুরিস্ট নিয়মাবলী সম্পর্কিত লিফলেট তৈরী
- ❖ পর্যটকদেরকে ইকো-ট্যুর গাইড সেবা দেয়া
- ❖ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারণা (প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া)

৬.২.৪ পিকনিকের জন্য সুবিধাদি

- ❖ ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকায় নতুন পিকনিক স্পট তৈরীর মাধ্যমে দর্শনার্থীদের সুবিধা প্রদান
- ❖ পর্যটক বসার বেঞ্চ, টয়লেট, খাবার পানি সরবরাহ সহ বিভিন্ন বিনোদন সুবিধা প্রদান

৬.২.৫ কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

- ❖ ব্যক্তি উদ্যোগে ইকো-কর্টেজ তৈরী ও ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান ও সহযোগিতা করা
- ❖ পরিবেশ বান্ধব ভ্রমণ সামগ্রী সংগ্রহ এবং বিক্রয়ের বিষয়ে উৎসাহী বননির্ভর ব্যক্তিকে উদ্ধদ্দ এবং সহযোগিতা করা
- ❖ ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ
- ❖ রক্ষিত এলাকার বাহিরে রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় উৎসাহ প্রদান
- ❖ ঝুলন্ড়ব্রীজ তৈরী
- ❖ উপজাতীয়দের তৈরী হস্ড়শিল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণ
- ❖ পরিবেশ বান্ধব পিকনিক স্পট নির্মাণ

- ❖ বেকার শিক্ষিত যুবকদের ইকো-ট্যুর গাইড প্রশিক্ষণ প্রদান যাতে তারা সুষ্ঠু পর্যটনে সহায়তা করতে পারে

৬.২.৬ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন নিয়ন্ত্রণ

- ❖ সাইন বোর্ড, বিল বোর্ড, নিদিষ্ট স্থানে টানানো সহ লিফলেট বিতরনের ব্যবস্থা রাখা
- ❖ ইকো-ট্যুর গাইডের মাধ্যমে ভ্রমন নিশ্চিত করা
- ❖ বন বিভাগ এবং পাহারা দলের সদস্যদের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার নিরাপত্তা বিধান করা
- ❖ সিএমসির কর্তৃক পর্যটন সংক্রান্ড় সকল কাজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান করা

৬.৩ সংরক্ষণ বিষয়ক শিক্ষা, সচেতনতা এবং অন্তর্নিহিত অর্থ বিশে- ষন

৬.৩.১ পর্যটন শিক্ষার জন্য ইন্টারপ্রিটেটিভ মাধ্যম

- ❖ সাইন বোর্ড, বিল বোর্ড, লিফলেট, ভিডিও চিত্র, ইকো-ট্যুর গাইড, মোবাইল ভিডিও ভ্যান, প্রজেক্টর, বাইনোকুলার, কম্পিউটার, ইত্যাদির ব্যবস্থা করা

৬.৩.২ পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা

- ❖ বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, হাইকিং, ক্রস ভিজিট, মাইকিং, ভিডিও প্রদর্শন, প্রশিক্ষণ, ইত্যাদির ব্যবস্থা করা

৭.০ অংশগ্রহণ মূলক মনিটরিং (পরীবিক্ষণ) এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি

৭.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি সহ সম্পাদিত উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত হওয়া
- ❖ পরিকল্পনা গ্রহণ ও সুষ্ট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মসূচীর সফল বাস্ড়বায়ন

৭.২ অংশ গ্রহণমূলক মনিটরিং

- ❖ ক্রস ভিজিট, যৌথ সমীক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানো
- ❖ বাস্ড়বায়িতব্য কাজের গুনগত মান নিশ্চিতকরণ

৮.০ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মসূচি

৮.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ প্রতিষ্ঠানকে দক্ষ/গতিশীল করে গড়ে তোলা
- ❖ জনবল বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ প্রদান
- ❖ বনভূমি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ইকো টুরিজম ইত্যাদি কর্মকান্ড সুষ্টভাবে সম্পাদন

৮.২ স্টাফিং

- ❖ সিএমসির হিসাব ও প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল নিয়োগ
- ❖ টিকিট কাউন্টার সহকারী, সুপারভাইজার নিয়োগ সহ উদ্যান ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান
- ❖ বিষয় ভিত্তিক দক্ষ জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান
- ❖ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষিত বনকর্মী নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা

৮.৩ দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ

- ❖ পারস্পারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ন ওয়াকিবহাল থাকা
- ❖ দায়িত্ব উপলব্ধি ও নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন

৯.০ বাজেট

৯.১ প্রয়োজনীয় ইনপুট এবং নির্দেশক মূলক বাজেট প্রাক্কলন

- ❖ উদ্যান ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গ্রহীত কার্যক্রমের বাস্ড়বায়নযোগ্য বাৎসরিক/ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও সম্ভাব্য খরচের বাজেট প্রস্তুতকরত সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের অনুমোদন স্বাপেক্ষে বাস্ড়বায়ন
- ❖ কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি সহ বহি: উৎস্য খোঁজা
- ❖ প্রাক্কলিত বাজেট নিয়ন্ত্রণ এবং গৃহীত কার্যক্রম যথাযথ ভাবে বাস্ড়বায়ন

৯.২ বাজেট পরিমার্জন

- ❖ পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নাধীন সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য মূল্যস্ফীতির হারে বাজেট সংশোধন করা যেতে পারে
- ❖ প্রয়োজনে বাজেট পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জন করত সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভায় অনুমোদন নিয়ে বাস্ড়বায়ন করা যেতে পারে

১০.০ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কৌশল

প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গুলি যাতে ফলপ্রসু এবং কার্যকর ভাবে রক্ষিত এলাকা গুলো সংরক্ষন এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবহিকতা বজায় রাখতে পারে সেই লক্ষ্যে আইপ্যাক এর কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় এবং বাস্ড়বসম্মত পদক্ষেপ গ্রহনের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যা নিম্নর"পঃ

১০.১ আইপ্যাকের আওতাধীন ২৫টি রক্ষিত এলাকার জন্য এলাকা ভিত্তিক ধারাবাহিকতার কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নঃ

ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ১৬টি রক্ষিত বন এবং ৫টি রক্ষিত জলাভূমির জন্য যে ২১ টি রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে তাতে দিকনির্দেশনা সম্বলিত এ অনুচ্ছেদটি সংযোজন করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থপনা সংগঠনগুলি যদি সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় উলে"খিত দিকনির্দেশনা মোতাবেক তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমগুলো যথাযথ ভাবে পরিচালনা করে তবে প্রকল্প মেয়াদান্ড়ে তাদের ধারাবাহিকতা অবশ্যই বজায় থাকবে।

১০.২ ধারাবাহিকতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

প্রশিক্ষনের মাধমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ দলগত কর্মদক্ষতা উন্নয়নের ভিত্তিতে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আইপ্যাক প্রকল্পের অন্যতম মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুর"ত্ব প্রদান করতে হবে। এখানে উলে"খ করা প্রয়োজন যে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গুলির ব্যবস্থাপনার জন্য যে সকল সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে সেই মোতাবেক সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলি তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে কিনা সেই বিষয়গুলি নিশ্চিত করতে হবে। যেমন ঃ

- ❖ যথাসময়ে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নির্ধারিত সভাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়া (যেমন: সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি, পিপলস্ ফোরাম, নিসর্গ সহায়ক, ভিলেজ কমিউনিটি ফোরাম এর নির্ধারিত সভাগুলো)।
- ❖ প্রতিটি সভার কার্যবিবরনীসহ সিদ্ধান্ড় নির্ধারিত মহলে প্রেরন করা
- ❖ ভিসিএফ, এন এস এবং পি এফ সংগঠন গুলোর কার্যক্রম নিয়মিত ভাবে সিএমসি কর্তৃক মনিটর করা।
- ❖ সংশি- ষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নির্ধারিত সভাগুলো যথা সময়ে সম্পাদন করা, ইত্যাদি।

এছাড়াও আর্থিক ব্যবস্থাপনা যাতে নিয়মনীতি মোতাবেক স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হয় সে বিষয়েও নিশ্চিত হতে হবে। যেমনঃ

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের (সিএমসি/আরএমও) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন করা।
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সকল আয় ব্যয় স্বচ্ছতার সাথে হিসাবায়িত করা
- ❖ দক্ষতার সাথে রক্ষিত এলাকার প্রবেশ ফি সহ অন্যান্য ফি আদায়
- ❖ কাউন্সিল কমিটিতে সিএমসি/আরএমও এর আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং অনুমোদন করিয়ে নেওয়া
- ❖ নির্ধারিত সময়ে অভিজ্ঞ অডিটর দ্বারা হিসাব নিকাশ অডিট করানো, ইত্যাদি।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপরই সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা নির্ভলশীল।

উলেণ্ঢখ্য যে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি 'পারফরমেন্স মনিটরিং স্কোরকার্ড' প্রনয়ন করা হয়েছে যা কার্যকর ভাবে সম্পাদিত কার্যক্রম/উন্নয়ন ধারাবাহিক ভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে। প্রসঙ্গত যে এই কার্য্যক্রমের মাধ্যমে সরকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা এবং প্রতিশ্র"তি বৃদ্ধি পাবে যা সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলোর সাথে সংরক্ষনের বিষয়ে সমর্থন বৃদ্ধি করবে ফলশ্র"তিতে একত্রে কাজ করা সহজ হবে।

১০.৩ দীর্ঘ মেয়াদী এবং সম্বন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা ঃ

প্রতিটি রক্ষিত এলাকায় নিদিষ্ট সম্ভাবনাময় বিষয়গুলি চিহ্নিত করে দীর্য়মেয়াদী এবং সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে সকল সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সোসাল ওয়েল ফেয়ার দপ্তরে নিবন্ধন করা যাতে তারা তহবিল সংগ্রহ/সৃষ্টি এবং এর ব্যবস্থাপনা করতে পারে। তহবিল সংগ্রহ সম্ভাবনার মধ্যে রয়েছে ঃ

- ❖ রক্ষিত এলাকার প্রবেশ ফি, পার্কিং ফি ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ
- ❖ রক্ষিত এলাকার ইকো-ট্যুরিজম থেকে প্রাপ্য আয়ের ভাগ
- ❖ আরন্যক ফাউন্ডেশন এর সাথে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সেতুবন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফান্ড
- ❖ সরকারী বরাদ্ধ প্রাপ্তির সুযোগ করিয়ে দেওয়া
- ❖ অন্যান্য দাতা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আর্থিক সমর্থন প্রাপ্তির লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন এবং দাখিল করা, ইত্যাদি।

উলেণ্ঢখিত সম্ভাবনাগুলো যথাযথ ভাবে কাজে লাগানো গেলে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক অবদান রাখবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১০.৪ 'নিসগ্য নেটওয়ার্কের' পলিসি এবং আইনগত সমর্থন নিশ্চিতকরনঃ

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনাকে 'পলিসি এবং আইনগত' সমর্থন লাভের লক্ষ্যে নতুন 'রক্ষিত এলাকা নীতিমালা' প্রনয়নসহ সহ সহ-ব্যবস্থাপনা ধারনাকে অন্র্ড়ভূক্ত করে বিদ্যমান 'বন আইন' এবং 'বন্যপ্রানী আইন' সংশোধন কার্যক্রম প্রায় চূড়ান্ড় পর্যায়। এছাড়াও বিদ্যমান জাতীয় বন নীতিতে ও 'সহ-ব্যবস্থাপনা ধারনাকে' অর্ন্ড়ভূক্ত করে বন বিভাগ একটি যুগোপযোগী জাতীয় বননীতি প্রনয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আইপ্যাকের অর্জন যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক।

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন মহলে তুলে ধরা সহ সরকারী সমর্থন আদায় এবং সরকারী আর্থিক এবং কারিগরী সহায়তা প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলি কাজে লাগানো গেলে সরকারের সক্রিয়/ফলপ্রসু সহযোগী হিসাবে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষা নিশ্চিত হবে।

১০.৫ মত-বিনিময়ের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির মধ্যে নেটওর্য়াক স্থাপন ঃ

রক্ষিত এলাকা সংরক্ষনে 'সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' বাংলাদেশ সরকারের আইন এবং পলিসি গত সমর্থন লাভ সহ আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির নিমিত্তে কার্য্যকর প্রভাব বিস্ড়ারের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কণ্ঠ (National Voice) এবং

মঞ্চ (Platform) স্থাপনের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে মতবিনিময়ের মাধ্যমে কার্য্যকর নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলা জর“রী। এই লক্ষ্যে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গুলোর সংশিণ্টষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করা জর“রী। এছাড়াও সহ-ব্যবস্থাপনা নেটওর্য়াক এর মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় ফোরামে সহ-ব্যবস্থাপনা বিষয়টি উপস্থাপনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

১১.০ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা

১১.১ জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু হচ্ছে কোন এলাকার কমপক্ষে ৩০ বছরের গড় আবহাওয়া। কোন নির্দিষ্ট ঋতুতে একটি এলাকার আবহাওয়ার লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। জলবায়ু পরিবর্তন একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক ঘটনা কিন্তু মানুষের কর্মকান্ডে তা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নামে অভিহিত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানব অস্ড়িত্বসহ এ গ্রহের জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন।

১১.২ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ

প্রাকৃতিক কারণ ঃ যেমন: ভূ-কম্পন, সৌর শক্তির তারতম্য, পৃথিবীর কক্ষীয় পরিবর্তন, আগ্নেয়গিরি, সামুদ্রিক স্রোতের তারতম্য, ক্রমাগমন ইত্যাদি।

মনুষ্য সৃষ্ট কারণ ঃ যেমন: গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা, বনাঞ্চল ধ্বংস, ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন ইত্যাদি।

১১.৩ কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ

১১.৩.১ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি

ধারনা করা হয় যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৪৫ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের ১০-১৫% ভূমি পণ্যাবিত হবে। যার ফলে উপকূলীয় এলাকায় জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে, কৃষি, বসতি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ড় হবে। এর প্রভাবে উপকূলীয় এলাকার জনগন আশ্রয়ের জন্য উচুঁ এলাকার দিকে ধাবিত হবে। ফলে হঠাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারনে সামাজিক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে।

১১.৩.২ অতি বৃষ্টিপাত

জলবায়ু পরিবর্তত হলে দেশব্যাপী বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাত অতিমাত্রায় বাড়বে। এতে বর্ষায় বিশেষ করে কর্নফুলী নদী এবং আশপাশের ছড়ায় পানিপ্রবাহ বাড়বে, যা বাড়াবে বন্যার প্রকোপ। অধিক বৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা ও মৌসুমী বন্যার পরিমান বৃদ্ধির কারণে আউস বা আমন চাষের এলাকা কমে যাবে এবং ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হবে।

১১.৩.৩ নদীর ক্ষীণ প্রবাহ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুকনো মৌসুমে কর্নফুলী নদী ও আশপাশের ছড়ার পানির হ্রাস পাবে। নদী/খালের ক্ষীণ প্রবাহের কারণে সামুদ্রিক লোনা পানি অভ্যন্ড়রে প্রবেশ করে পানিতে লবণাক্ততা বাড়িয়ে দেবে। নদী পথে নাব্যতা সংকটের কারণে অনেক এলাকার নৌপথ শুষ্ক মৌসুমে চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে এলাকার সেচ ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়তে পারে। নদীর ক্ষীন প্রভাব নদী দূষন বৃদ্ধির অন্যতম কারন হতে পারে।

১১.৩.৪ আকস্মিক বন্যা

দেশের দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলের ১,৮০০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকা এ ধরনের আকস্মিক বন্যার শিকার। পাহাড়ী এলাকার বৃষ্টিপাতের বাৎসরিক পরিসংখ্যান ও নদীর পানি প্রবাহের ধরন থেকে দেখা গেছে যে, প্রতি ২-৩ বছর পর পর

বাংলাদেশে বিশেষ করে দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলে এরকম আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। এতে ফসল এবং অবকাঠামোগত ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।

১১.৩.৫ খরার প্রকোপ

কোন এলাকায় বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশী হলে সেখানে খরা দেখা দেয়। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হলে এবং স্থানীক বিচারে বৃষ্টিপাত সমভাবে বন্টিত না হলে খরা দেখা দেয়। কোন অঞ্চলের মাটিতে আর্দ্রতার অভাবে দেখা দেয় খরা; এতে ফসল হানি ঘটে এবং উদ্ভিদাদি জন্মাতে পারে না।

১১.৩.৬ ঝড় ঝঞ্চা

উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণিবায়ু থেকে ঝড়ের উদ্ভব হয়। পানির উত্তাপ বৃদ্ধিই ঘূর্ণিঝড়ের অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলাদেশ প্রতি বছর মে-জুন এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় দেখা দেয়। ঘূর্ণি ঝড়ের ফলে দক্ষিন-পূর্বে জেলা সমূহে বিশেষ করে রাঙামাটি পার্বত্য জেলাধীন কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান এবং ল্যান্ডস্কেপের গাছপালা এবং বাড়িঘর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

১১.৩.৭ নদীতীর ও মোহনায় ভাঙ্গন ও ভূমি গঠন

বিগত ২০ বছরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে যে, দক্ষিন-পূর্ব অঞ্চলে ভূমি ক্ষয় ও নদী ভাঙ্গন বেড়েছে। এতে রাঙামাটি পার্বত্য জেলা দিয়ে প্রবাহিত কর্নফুলী নদীর তীর সমূহ মারাত্মক ভাঙ্গনের কবলে পতিত হয়। অপরদিকে নতুন ভূমি গঠন হলেও বালিয়ারীর কারনে এখনও ভালোভাবে চাষাবাদ করা যাচ্ছে না।

১১.৪ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকার জন্য করণীয় অভিযোজন সমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি ও দূর্যোগ হ্রাসের নিমিত্তে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান সহ এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকার জন্য নিম্নবর্নিত অভিযোজন সমূহ গ্রহন করা যেতে পারে:

১১.৪.১ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি/ঝড় ঝঞ্চা/আকস্মিক বন্যা/অতি বৃষ্টিপাত/নদীর ক্ষীন প্রবাহ জনিত ঝুঁকির অভিযোজন

- কম সময়ে পাকে এমন ধানের জাত উদ্ভাবন করে তার চাষ করা
- এলাকায় বাড়ীঘর, রাস্ড়াঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো অকাল বন্যা ও ঝড় সহিষ্ণু করে তৈরী করা
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ড় নীতিমালায় পরিবর্তন আনা এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসতি স্থাপনে নিরুৎসাহিত করা
- কৃষি, মৎস্য ও পশু পালন ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে উন্নত পরিবর্তন আনা, দুর্যোগ সময়ের আগেই কাটা যায় এমন ফসলের চাষ করা
- ভাসমান সবজী বাগান এবং উঁচু পিট পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে এলাকায় বর্ষা মৌসুমে ফসল উৎপাদন করা
- প্রয়োজনীয় সংখ্যায় এলাকা ভিত্তিক গুদাম ও কোল্ড স্টোরেজ তৈরী করে মৌসুমে উৎপাদিত খাদ্যের মজুদ ও সংরক্ষণ করা, যাতে আপদকালীন সময়ে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায়।
- দীর্ঘ শিকড় হয় এমন গাছ লাগানো
- নদীর নব্যতা রক্ষার্থে নিয়মিত ড্রেজিং করা

১১.৪.২ পানির ঝুঁকির অভিযোজন

- শুষ্ক মৌসুমে পানি সংকটের কারণে ফসল ও মাছের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ড় হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এর মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে হাজা মজা পুকুর পুণঃ খননের ব্যবস্থা করে মৎস্য চাষ করা।
- বিশুদ্ধ পানির অভাবে নানাবিধ পানি বাহিত রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ড়ের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে খাবার পানি হিসেবে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার কৌশল ও ব্যবস্থা করা এবং সুপেয় পানির প্রাপ্যতার জন্য কমিউনিটি পুকুর খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

- ভূ-উপরিভাগের পানি পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কাজ করা সহ পর্যাপ্ত সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।
- ভু-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার হ্রাস করে চক্রাকারে (Recycle) পানি শোধন করে ব্যবহার করা সহ নদী খালের পানি বিশুদ্ধ রাখা এবং পয়ঃ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা।

১১.৪.৩ স্বাস্থ্য ঝুঁকির অভিযোজন

- প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে জলবায়ুর প্রকোপ দেখা দেয় এবং এতে শিশুরাই অধিক হারে আক্রান্ড় হয়। শিশুদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য স্কুলের পাঠ্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানো সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্ড়র্ভূক্ত করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনস্বাস্থ্যের উপর কি ধরনের বিরুপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে তার উপর গবেষণা পরিচালনা করা এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মসুচি গ্রহণ করা।

১১.৪.৪ উন্নয়ন ঝুঁকির অভিযোজন

- এলাকা ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অবস্থার উপর গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী জোনিং করে সে মতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। যেমন: নদী ভাঙ্গন বৃদ্ধি পাবে এমন অঞ্চল, খরাক্রান্ড় বা বন্যা কবলিত হবে এমন অঞ্চল, ইত্যাদি।
- কৃষি খাতের উন্নয়নে ক্ষতি এড়ানোর জন্য কম সময়ে পাকে এমন ফসলের জাত এবং বন্যার ঝুঁকি এড়ানো যায় এরকম চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন করা।
- উন্নয়ন কর্মকান্ডে সংশিণ্টষ্ট সকল সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের জলবায়ু পরিবর্তন, এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানোর উপায়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ড় ঝুঁকি মোকাবেলার পরিকল্পনা রাখা এবং এ সংক্রান্ড় প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা।

১১.৪.৫ খরা ঝুঁকির অভিযোজন

- খরা বৃদ্ধির ফলে ফসল হানি ঘটছে, দেখা দিচ্ছে খাদ্যাভাব। অনাহারে-অর্ধাহারে ও অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহীনতা দেখা যাচ্ছে ব্যপকহারে।
- অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে অনেক জলাভূমি শুকিয়ে যাবে। ফলে জলাভূমি থেকে প্রাপ্ত খাদ্যের যোগান (মাছ, শাক-সবজি) কমে যাবে বা ক্ষতিগ্রস্ড় হবে। এতে খাদ্যের অভাবসহ মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে এবং দরিদ্র জনগণের খাদ্য ঝুঁকি বাড়বে।

১১.৫ অভিযোজনের সম্ভাব্য উপায়সমূহ

- সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাম-ভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় দল গঠন
- দুর্যোগ পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ সহ দুর্যোগ পূর্ববর্তী প্রস্তুতি গ্রহণ
- গ্রাম ভিত্তিক তথ্যকেন্দ্র স্থাপন সহ গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয় সাধন
- কমিউনিটি ভিত্তিক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং সময়মত আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্ড়র
- বেড়ীবাঁধ/বন্যা প্রতিরোধক বাঁধ নির্মাণ/এলাকাভিত্তিক গবাদি পশুর আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
- বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন

- খাদ্যাভাস পরিবর্তন সহ বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা গ্রহণ
- বন্যা সহিষ্ণু নলকূপ স্থাপন/ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষন/নতুন পুকুর খনন/পূনঃখনন, ইত্যাদি
- খরা/জলাবদ্ধতা/লবনাক্ত সহিষ্ণু ফসলের চাষ
- কমিউনিটি ভিত্তিক বীজ ভান্ডার তৈরি/ ভাসমান সবজি চাষ/বনায়ন/উন্নত চুলার ব্যবহার/ খাঁচায় মাছ চাষ, ইত্যাদি।

১১.৬ কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনার আওতাধীন স্থানীয় জনগন কর্তৃক চিহ্নিতকৃত কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষয়ক্ষতি এবং এর সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা :

বর্তমান ব্যবস্থাপনা/অবস্থা

১. সি এম সি এর নাম: কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি
২. রক্ষিত এলাকার নামঃ কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান।

৩. অবস্থান ঃ (গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা) :

	সি এম সি নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা
১	কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	**আগা** পাড়া	চিৎমরম	কাপ্তাই	রাঙ্গামাটি।
২	কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	**আমতলী** পাড়া	চিৎমরম	কাপ্তাই	রাঙ্গামাটি।
৩	কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	**আরাছড়ি** পাড়া	চিৎমরম	কাপ্তাই	রাঙ্গামাটি।
৪	কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	ভাউবোন ছড়া	কাপ্তাই	কাপ্তাই	রাঙ্গামাটি।
৫	কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	**বামনী** পাড়া	চিৎমরম	কাপ্তাই	রাঙ্গামাটি।
৬	কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	চাক্কুয়া পাড়া	চিৎমরম	কাপ্তাই	রাঙ্গামাটি।
৭	কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	চংরাছড়ি	চিৎমরম	কাপ্তাই	রাঙ্গামাটি।
৮	কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	চিৎমরম বড়পাড়া	চিৎমরম	কাপ্তাই	রাঙ্গামাটি।
৯	কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	চিৎমরম হেডম্যান পাড়া	চিৎমরম	কাপ্তাই	রাঙ্গামাটি।
১০	কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	চিৎমরম মুসলিম পাড়া	চিৎমরম	কাপ্তাই	রাঙ্গামাটি।
১১	কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	চৌধুরীছড়া	কাপ্তাই	কাপ্তাই	রাঙ্গামাটি।
১২	কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	ঢালাপাড়া	চিৎমরম	কাপ্তাই	রাঙ্গামাটি।
১৩	কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	হরিণছড়া	কাপ্তাই	কাপ্তাই	রাঙ্গামাটি।
১৪	কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	কলাবুনিয়া পাড়া	চিৎমরম	কাপ্তাই	রাঙ্গামাটি।
১৫	কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	মইদং পাড়া	চিৎমরম	কাপ্তাই	রাঙ্গামাটি।
১৬	কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	পুনর্বাসন পাড়া	চিৎমরম	কাপ্তাই	রাঙ্গামাটি।
১৭	কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	সুইপার কলোনী	কাপ্তাই	কাপ্তাই	রাঙ্গামাটি।

৪.জনসংখ্যাঃ পুরষঃ ২৯৬১ জন মহিলাঃ ২৯৪৯ জন মোট জনসংখ্যাঃ ৫৯১০ জন
৫.শিক্ষিত জনগোষ্ঠির সংখ্যা ঃ ২০ % (শতকরা হার
৬.ভূ প্রকৃতি ঃ পাহাড়ী ও সমতল ভূমি

৭.অবকাঠামো (পাকা সড়ক, কাঁচা সড়ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আশ্রয় কেন্দ্র, হাট/ বাজার, বেড়ী বাধঁ ইত্যাদি) ঃ

	নাম	বিবরর্ণ	মন্তব্য
১	**পাকা সড়ক**	**৩ কি:মি:**	
২	**কাঁচা সড়ক**	**১৮ কি:মি:**	
৩	**শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**	**৯ টি**	

৪	**ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান**	**১৩ টি**	
৫	**আশ্রয় কেন্দ্র**	**নাই**	
৬	**হাট/ বাজার**	**২ টি**	
৭	**বেড়ী বাধঁ**	**নাই**	
৮	**ব্রিজ/ কালভাট**	**ব্রিজ -১৬ টি, কালভাট -২০০টি**	
৯	**স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র**	**২ টি**	

৮.নদনদী নদী / খালঃ

	প্রধান নদী/খাল	অবষ্হান	আয়তন
১	**কর্ণফুলী নদী**	কাপ্তাই বাধ থেকে শুরু হয়ে চিৎমরম মধ্য দিয়ে **কর্ণফুলী নদীতে পতিত হয়েছে**	র্কম এলাকার দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ কি:মি:
২	কাপ্তাই লেক	হরিণছড়া ও ভাউবোন ছড়া গ্রামের মধ্য দিয়ে কাপ্তাই বাধে শেষ হয়েছে	র্কম এলাকার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ কি:মি:
৩	**আরাছড়ি** ছড়া	**আরাছড়ি** থেকে **উৎপতি হয়ে** কাপ্তাই মুখ বীট হয়ে **কর্ণফুলী নদীতে পতিত হয়েছে।**	র্কম এলাকার দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ কি:মি:
৪	**বামনী** ছড়া	**বামনী পাড়া** থেকে **উৎপতি হয়ে** চিৎমরম মধ্য দিয়ে হয়ে **কর্ণফুলী নদীতে পতিত হয়েছে।**	র্কম এলাকার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ কি:মি:
৫	চিৎমরম ছড়া	চিৎমরম থেকে **উৎপতি হয়ে ফিংখিয়ং** মধ্য দিয়ে **কর্ণফুলী নদীতে পতিত হয়েছে।**	র্কম এলাকার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ কি:মি:
৬	পেকুয়া ছড়া	**আরাছড়ি** থেকে **উৎপতি হয়ে** কাপ্তাই মুখ বীট হয়ে **কর্ণফুলী নদীতে পতিত হয়েছে।**	র্কম এলাকার দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ কি:মি:
৭	জামাই ছড়া	**বামনী পাড়া** থেকে **উৎপতি হয়ে কর্ণফুলী নদীতে পতিত হয়েছে।**	র্কম এলাকার দৈর্ঘ্য প্রায় ২ কি:মি:
৮	উজান ছড়ি ছড়া	উজান ছড়ি থেকে **উৎপতি হয়ে কর্ণফুলী নদীতে পতিত হয়েছে।**	র্কম এলাকার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ কি:মি:

৯.পুকুর জলাশয় বিল হাওড় ঃ পুকুর- ১৭ টি, আয়তন- ৩৪০ শতাংশ ।

১০.বনাঞ্চল ঃ মিশ্র চিরহরিৎ ,ব্যক্তি মালিকানাধীন বনায়ন ও রক্ষিত এলাকা(কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান) আয়তন- ৫৪৬৪.৭৮হেক্টও, প্রধান প্রজাতি: সেগুন, জারুল,গামার,চাপালিশ,ডুমুর,বাশ,গজন, কড়ই ইত্যাদি।

১১.কৃষিজমি ও উৎপাদিত ফসল ঃ জুম চাষের মাধ্যমে মৌসুমী শাক সবজি, ধান, আদা, হলুদ, কচু, ধইন্যা পাতা, কলা ইত্যাদি উৎপাদিত হয়।

১২.প্রাকৃতিক দুর্যোগ (দুর্যোগ ধরন, সময়কাল ও ক্ষয়ক্ষতি)ঃ

ছক-০১ প্রাকৃতিক দুর্যোগের তথ্যাবলী

দুর্যোগ	দুর্যোগের তীব্রতা (খুববেশী, বেশী, মধ্যম ও কম)	সময়কাল	কতটি পরিবার ক্ষতিগস্থ হয়েছে	প্রাসঙ্গিক তথ্য
ঘুর্নিঝড়	**বেশী**	জেষ্ট-আষাঢ	৪০৪	গাছ-পালা ও ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
খরা	**খুব বেশী**	আশ্বিন- কার্তিক	৪৩০	ফসলের উৎপাদন কমে যায়, পানীয় জলের অভাব হয়।
হাতির উপদ্রব	**কম**	সবসময়	৩৫৮	ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষতি করে
বানরের উপদ্রপ	**কম**	সবসময়	৬৮	ফসলের ক্ষতি করে
পাহাড় ধস	**বেশী**	আষাঢ	১৮	ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষতি করে
অতিবৃষ্টি	**বেশী**	আষাঢ	১০৫	ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষতি করে
বণ্য শুকরের উপদ্রব	**খুব বেশী**	সবসময়	৮২	ফসলের ক্ষতি করে
নদী ভাঙ্গন	**মধ্যম**	আষাঢ	১৭০	ঘরবাড়ি
বন্যা	**মধ্যম**	আষাঢ	২৬৭	ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষতি করে

ছক-০২ দুর্যোগের মাত্রা নির্ধারন

দুর্যোগের ধরন	সংকটপূর্ণ	খুব গুর"তর	গুর"তর	গুর"তর নয়	আদৌ কোন ঝুঁকি নেই
ঘুর্নিঝড়	-	√	-	-	-
খরা	√	-	-	-	-
হাতির উপদ্রব	-	-	-	√	-
বানরের উপদ্রপ	-	-	--	√	-
পাহাড় ধস	-	√	-	-	-
অতিবৃষ্টি	-	√	-	-	-
বণ্য শুকরের উপদ্রব	√	-	-	-	-
নদী ভাঙ্গন	-	-	√	-	-
বন্যা	-	-	√	-	-

ছক-০৩ দুর্যোগের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ খাত নির্ধারন

দুর্যোগের ধরন	কৃষি	মৎস্য	পশু সম্পদ	যোগাযোগ অবকাঠামো (রস্তা, ব্রীজ)	অবকাঠামো (ঘর/বাড়ি/প্রষ্ঠান)	স্বাস্থ্য	শিক্ষা (স্কুল/কলেজ)	জীবিকা	অনান্য
ঘুর্নিঝড়	√		√	√	√	√	√	√	
খরা	√	√	√	-	-	√	-	√	
হাতির উপদ্রব	√	-	-	√	√	-	-	√	
বানরের উপদ্রপ	√	-	-	-	-	-	-	√	
পাহাড় ধস	√	√	-	√	√	√	-	√	
অতিবৃষ্টি	√	√	√	√	√	√	-	√	
বণ্য শুকরের উপদ্রব	√	-	-	-	-	-	-	√	
নদী ভাঙ্গন	√	√	√	√	√	-	-	√	
বন্যা	√	√	√	√	√	√	-	√	

ছক-০৪ সম্ভাব্য অভিযোজনের উপায় বিশেণ্ডষন

দুর্যোগ/বিপদন্নতার ধরন	অভিযোজনের উপায়	এ ধরনের কাজ করা হয় কিনা	কেন করা হয় না	না হলে কি করতে হবে
ঘুর্নিঝড়	ঘুর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	সরকারী/ বেসরকারী সংস্থার এাণ ও পূর্ণবাসন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন,
	সচেতনতা সৃষ্টি করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	প্রশিক্ষণ উপকরণ, সরকারী/ বেসরকারী সংস্থার , ইউপি এর

				সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
	বসতবাড়ী মজবুতকরণ	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	সচেতনতা বৃতি করা এবং ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগূ বাড়ানো প্রয়োজন
	বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	বেসরকারী সংস্থার , ইউপি এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
	বনায়ন করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	সামাজিক বনায়ন করা, এবং ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগূ বাড়ানো প্রয়োজন
খরা।	গভীর নলকুপস্থাপন	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন, ইউপি এবং জনস্বাস্থ্যএর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন
	সচেতনতা সৃষ্টি করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	প্রশিক্ষণ উপকরণ, সরকারী/ বেসরকারী সংস্থার , ইউপি এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
	বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	বেসরকারী সংস্থার , ইউপি এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
	পুকুর খনন করার ব্যবস্থা করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	বেসরকারী সংস্থার , ইউপি এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
	ছড়া সংরক্ষ করার ব্যবস্থা করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	পানি উন্নয়ন বোর্ডের এবং স্থানীয় সরকার এর সাথেযোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
হাতির উপদ্রব	হাতির খাদ্যের বাগান সৃষ্টি	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন** এর সাথেযোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
	জনগণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	প্রশিক্ষণ উপকরণ, সরকারী/ বেসরকারী সংস্থার , ইউপি এর

				সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
	গভীর বন সৃষ্টি এবং বন **সংরক্ষ করার** ব্যবস্থা করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন** এর সাথেযোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
বানরের উপদ্রব	গভীর বন সৃষ্টি করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন** এর সাথেযোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
	বানরের খাদ্যের বাগান সৃষ্টি করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন** এর সাথেযোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	প্রশিক্ষণ উপকরণ, সরকারী/ বেসরকারী সংস্থার , ইউপি এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
	পাহারা প্রদান করা।	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	সচেতনতা বৃতি করা এবং ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগূ বাড়ানো প্রয়োজন
পাহাড় ধস	পাহাড় কাটা বন্দ করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	
	বনায়ন করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন** এর সাথেযোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
	বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে জুমচাষ করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন** এর সাথেযোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন, সচেতনতা বৃতি করা এবং ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগূ বাড়ানো প্রয়োজন
অতিবৃষ্টি	পাহাড় কাটা বন্দ করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন** এর সাথেযোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন, সচেতনতা বৃতি

				করা এবং ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগূ বাড়ানো প্রয়োজন
	বনায়ন করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন** এর সাথেযোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন, সচেতনতা বৃতি করা এবং ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগূ বাড়ানো প্রয়োজন
	বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে জুমচাষ করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন** এর সাথেযোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন, সচেতনতা বৃতি করা এবং ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগূ বাড়ানো প্রয়োজন
বণ্য শুকরের উপদ্রব	গভীর বন সৃষ্টি করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন** এর সাথেযোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
	বানরের খাদ্যের বাগান সৃষ্টি করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন** এর সাথেযোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	প্রশিক্ষণ উপকরণ, সরকারী/ বেসরকারী সংস্থার , ইউপি এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
	পাহারা প্রদান করা।	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	সচেতনতা বৃতি করা এবং ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগূ বাড়ানো প্রয়োজন
নদী ভাঙ্গন	নদীতে বলক দেওয়া	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	পানি উন্নয়ন বোর্ডের এবং স্থানীয় সরকার এর সাথেযোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
	বসতবাড়ী মজবুতকরণ	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	স্থানীয় সরকার এর সাথেযোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন

	সচেতনতা সৃষ্টি করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	প্রশিক্ষণ উপকরণ, সরকারী/ বেসরকারী সংস্থার , ইউপি এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
	আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	সরকারী/ বেসরকারী সংস্থার এাণ ও পূর্ণবাসন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন,
	নদীর দুইপাশে বনায়ন করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	সচেতনতা বৃতি করা এবং ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগূ বাড়ানো প্রয়োজন
বন্যা	বাধদেওয়া	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	সরকারী/ বেসরকারী সংস্থার এাণ ও পূর্ণবাসন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন,
	বাদের দুইপাশে বনায়ন করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন** এর সাথেযোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
	বসতবাড়ী উচুকরণ	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	বেসরকারী সংস্থার , ইউপি এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
	জন সচেতনতা সৃষ্টি করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব,তহবিলের অভাব ।	প্রশিক্ষণ উপকরণ, সরকারী/ বেসরকারী সংস্থার , ইউপি এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
	বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	বেসরকারী সংস্থার , ইউপি এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন
	ছড়া সংস্কার করা	না	যথাযথ উদ্যোগের অভাব, তহবিলের অভাব ।	বেসরকারী সংস্থার , ইউপি এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ বরাদ্ব প্রয়োজন

ছক-০৫ সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা

এলাকার নাম	বিপন্নতার ধরন	অভিযোজনের উপায়		প্রয়োজনীয় সম্পদ	মূল্য নির্ধারন	দায়িতপ্রাপ্ত ব্যাক্তি/ প্রতিষ্ঠান	মন্তব্য
		স্বল্প মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি				
কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান	ঘুর্নিঝড়	-	ঘুর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মানড়- ৩টি	অর্থ, লোকবল	৯০ লক্ষ	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা ।	
			সচেতনতা সৃষ্টি করা	সভা,সেমিনার	১০ লক্ষ	এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা ।	
		বসতবাড়ী মজবুতকরণ		অর্থ, উপকরণ	০	স্ব উদ্যোগ	
		বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা		অর্থ, উপকরণ এবং প্রশিক্ষণ	৯০ লক্ষ	এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা ।	
			বনায়ন করা	অর্থ, উপকরণ এবং প্রশিক্ষ	৮০ লক্ষ	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা ।	
	খরা		গভীর নলকুপস্থাপন- ১৭টি	অর্থ, লোকবল	৩৪ লক্ষ	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা, ইউপি, ডিপি এইচ ই,এনজিও ।	
			সচেতনতা সৃষ্টি করা	সভা,সেমিনার	১০ লক্ষ	এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা ।	
		বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা		অর্থ, উপকরণ এবং প্রশিক্ষ	৯০ লক্ষ	এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা ।	
		পুকুর খনন করার ব্যবস্থা করা- ১৭		অর্থ, লোকবল	১৭ লক্ষ	পানি উন্নয়ন বোর্ডের এবং স্থানীয় সরকার	
		ছড়া সংরক্ষ করার ব্যবস্থা করা-৬		অর্থ, লোকবল	৩০ লক্ষ	পানি উন্নয়ন বোর্ডের এবং স্থানীয় সরকার	
	হাতির উপদ্রব	হাতির খাদ্যের বাগান সৃষ্টি		অর্থ, লোকবল	২০ লক্ষ	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন,** এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা	
			জনগণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করা	অর্থ, উপকরণ এবং প্রশিক্ষ	১৫ লক্ষ	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন,** এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্হা	

			গভীর বন সৃষ্টি এবং বন **সংরক্ষ করার** ব্যবস্থা করা	অর্থ, উপকরণ এবং প্রশিক্ষ	৫০ লক্ষ	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন,** এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা	
	বানরের উপদ্রপ		গভীর বন সৃষ্টি করা	অর্থ, উপকরণ এবং প্রশিক্ষ	৫০ লক্ষ	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন,** এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা	
			বানরের খাদ্যের বাগান সৃষ্টি করা	অর্থ, উপকরণ এবং প্রশিক্ষ	৫০০ লক্ষ	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন,** এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা	
			প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করা	সভা,সেমিনার	১৫ লক্ষ	এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা ।	
		পাহারা প্রদান করা।		অর্থ, উপকরণ এবং প্রশিক্ষ	১০ লক্ষ	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন,** এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্হা	
	পাহাড় ধস	পাহাড় কাটা বন্দ করা		সভা,সেমিনার	১০ লক্ষ	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন,** এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্হা	
			বনায়ন করা	অর্থ, উপকরণ এবং প্রশিক্ষ	৫০ লক্ষ	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন,** এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা	
			বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে জুমচাষ করা	সভা,সেমিনার	১০ লক্ষ	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন,** এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্হা	
	অতিবৃষ্টি		পাহাড় কাটা বন্দ করা	সভা,সেমিনার	১০ লক্ষ	এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা ।	
			বনায়ন করা	অর্থ, উপকরণ	৫০ লক্ষ	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন,** এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা	
			বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে জুমচাষ করা	সভা,সেমিনার	১০ লক্ষ	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন,** এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা	
	বণ্য শুকরের উপদ্রব		গভীর বন সৃষ্টি করা	অর্থ, উপকরণ	৩০ লক্ষ	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন,** এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা	
		বানরের খাদ্যের বাগান সৃষ্টি করা		অর্থ, উপকরণ	১০ লক্ষ	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন,** এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা	
			প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করা	সভা,সেমিনার	১০ লক্ষ	এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা ।	

		পাহারা প্রদান করা।		সভা,সেমিনার	১০ লক্ষ	এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা ।	
	নদী ভাঙ্গন		নদীতে বলক দেওয়া	অর্থ, উপকরণ	৮০ লক্ষ	পানি উন্নয়ন বোর্ডের এবং স্থানীয় সরকার	
		বসতবাড়ী মজবুতকরণ		অর্থ, উপকরণ	০	স্ব উদ্যোগ	
		সচেতনতা সৃষ্টি করা		সভা,সেমিনার	১০ লক্ষ	এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা ।	
			আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান-৩টি	অর্থ, উপকরণ	৯০ লক্ষ	স্থানীয় সরকার, এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা ।	
			নদীর দুইপাশে বনায়ন করা	অর্থ, উপকরণ	২০ লক্ষ	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন,** এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা	
	বন্যা		বাধদেওয়া	অর্থ, উপকরণ	৫০ লক্ষ	পানি উন্নয়ন বোর্ডের এবং স্থানীয় সরকার	
			বাদের দুইপাশে বনায়ন করা	অর্থ, উপকরণ	২০ লক্ষ	**বন বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন,** এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা	
		বসতবাড়ী উচুকরণ		অর্থ, উপকরণ	০	স্ব উদ্যোগ	
			জন সচেতনতা সৃষ্টি করা	সভা,সেমিনার	১০ লক্ষ	এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা ।	
		বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা		অর্থ, উপকরণ এবং প্রশিক্ষ	৯০ লক্ষ	এনজিও,জিও এবং দাতা সংস্থা ।	
			ছড়া সংস্কার করা	অর্থ, উপকরণ এবং প্রশিক্ষ	৩০ লক্ষ	পানি উন্নয়ন বোর্ডের এবং স্থানীয় সরকার	

ছক-০৬ গোষ্ঠী ভিত্তিক অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মনিটরিং

কার্যক্রম	সূচক	অর্জিত সাফল্য (সংখ্যা/ পরিমান)					মন্তব্য
		১ম কোয়াটার	২য় কোয়াটার	৩য় কোয়াটার	৪র্থ কোয়াটার	মোট	
সচেতনতা	১২০ টি সভা	৩০	৩০	৩০	৩০	১২০	
গভীর বন সৃষ্টি	১০০০ একর	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	১০০০	
আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ	৩টি	১	১	১	০	৩	
গভীর নলকূপ ও পাম্প স্থাপন	১৭টি	৫	৫	৪	৩	১৭	
হাতির খাদ্যের বাগান সৃষ্টি	৫০০ একর	১৫০	১৫০	১০০	১০০	৫০০	
বানরের খাদ্যের বাগান সৃষ্টি	৩০০একর	১০০	১০০	৫০	৫০	৩০০	
বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা	৫০০০ পরিবার	১২৫০	১২৫০	১২৫০	১২৫০	৫০০০	
পুকুর খনন করার ব্যবস্থা করা	১৭ টি	৫	৫	৪	৩	১৭	
বাদের দুইপাশে বনায়ন করা	২০ কি:মি;	৫	৫	৫	৫	২০	
নদীতে বলক দেওয়া	১০ কি:মি:	৩	৩	২	২	১০	
বসতবাড়ী উচুকরণ	২০০ টি	৫০	৫০	৫০	৫০	২০০	
ছড়া সংস্কার করা	৬টি	২	২	১	১	৬	

(জুলাই' ২০১০ - জুন' ২০১৫)

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	*০*	***আবাসস্থল সংরক্ষণ কার্যক্রম***								
১	১	সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদ সভা	সংখ্যা	১১	৩০	৩৩০	√	-	√	
১	২	সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি সভা	সংখ্যা	৬০	৫	৩০০	√	-	√	
১	৩	যৌথ পেট্রলিং দলের মাসিক সভা (৫ টি দল, সদস্য সংখ্যা ৫৪)	সংখ্যা	৩০০	২	৬০০	√	-	√	
১	৪	গ্রাম সংরক্ষণ দলের সভা (১৭ টি)	সংখ্যা	১০২০	.৫	৫১০	√	-	√	
১	৫	পিপলস ফোরামের ত্রৈমাসিক সভা (সদস্য সংখ্যা ৩৪)	সংখ্যা	২০	১২	২৪০	√	-	√	
১	৬	বন সংরক্ষণ ক্লাবের সাথে সভা (দুই মাসে একবার) (১ টি)	সংখ্যা	৩০	১	৩০	√	-	√	
১	৭	যৌথ পেট্রলিং দলের পেট্রলিং উপকরণ সহায়তা (ছাতা, লাঠি, বাঁশী ৫৪ জনকে ২বার) (পোষাক, জঙ্গল বুট, টচ লাইট ৫৪ জনকে ১বার)	সংখ্যা	১০৮	৩	৩২৪	√	-	-	
১	৮	পেট্রোলিং দলের সদস্য আহত হলে চিকিৎসা ব্যয়	সাকুল্যে	০	-	১২০	√	-	√	
১	৯	বন টহল দলের সদস্যদের আপদকালীন সহায়তা	সাকুল্যে	০	-	১২০	√	-	√	
১	১০	বন্যপ্রাণী আহত হলে চিকিৎসা ব্যয়	সাকুল্যে	০	-	১৫০	√	√	√	
১	১১	বন সম্পর্কিত দ্বন্দ নিরসন সভা (প্রয়োজন হলে)	সাকুল্যে	০	-	৫০	√	-	√	
মোট						**২,৭৪৪.০০**				
২	*০*	***সচেতনতামূলক সভা ও সমাবেশ/কার্যক্রম ঃ***								
২	১	সিএমসি'র সাথে স্থানীয় সুশীল সমাজের মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	১০	১০	১০০	√	-	√	
২	২	বন থেকে অবৈধ বৃক্ষ নিধন, কাঠ চুরি, বন ভূমি দখল, বনে আগুন দেয়া ও বনকে অবৈধ চারণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার বন্ধে গ্রাম পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা	সংখ্যা	২০	৩	৬০	√	-	√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২	৩	সংরক্ষণ কার্যক্রমের জন্য পুরষ্কার/প্রেষণা: ১) বন বিভাগ, সিএমসি সদস্য, যৌথ পেট্রলিং দলের সদস্য, বাফার বাগানের উপকারভোগী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য	সংখ্যা	২৫	৫	১২৫	√	√	√	
২	৪	বাফার বাগন উপকারীভোগীদের দায়-দায়ীত্ব বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা (৫ টি বিট)	সংখ্যা	৫০	১	৫০	√	-	√	
২	৫	স্থানীয় জনগণ/কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	৫	১	৫	√	-	√	
২	৬	বাস-জীপ-ট্রাক টেম্পু-টমটম ড্রাইভার/মালিকদের সাথে বন থেকে অবৈধভাবে লাকড়ি ও গাছ/কাঠ পরিবনহন বন্ধে মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√	-	√	
২	৭	উন্নত চুলা (বন্ধু চুলা) সম্পসারণ/ব্যবহার বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা	সংখ্যা	১০	৩	৩০	√	-	√	
২	৮	পরিবেশ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতামুলক সভা	সংখ্যা	১০	৫	৫০	√	-	√	
২	৯	পরিবেশ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়ক গণ নাটক,গণ সঙ্গীত পরিবেশণা	সংখ্যা	১০	১২	১২০	√		√	
২	১০	বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা/ঈমামদের সাথে সচেতনতামূলক কর্মসূচী/সভা	সংখ্যা	৫	৪	২০	√		√	
২	১১	পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্যোগী বেসরকারী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ	সাকুল্যে	০	-	২০	√	-	√	
২	১২	পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কার্যক্রম টেকসইকরণ (বন্ধু চুলা) বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্ড়াবনা তৈরী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন	সংখ্যা	০	-	১৫	√	-	√	
মোট						**৬২০.০০**				
৩	*০*	***বিভিন্ন দিবস উদযাপন ঃ***								
৩	১	জাতীয় দিবস	সংখ্যা	১৫	৫	৭৫	√		√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৩	২	পরিবেশ দিবস	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√		√	
৩	৩	সহ-ব্যবস্থাপনা দিবস পালন	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√		√	
৩	৪	ধরিত্রী দিবস উদযাপন	সংখ্যা	৫	২	২৫	√		√	
৩	৫	পানি দিবস	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√		√	
মোট						১৭৫.০০				
৪	***০***	***মূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম***								
৪	১	ফলের বাগান সৃজন	হেক্টর	২০০	৩০	৬০০০		√		
৪	২	ঘাস বাগান সৃজন	হেক্টর	১০০	১০	১০০০		√		
৪	৩	পশু খাদ্যের বাগান সৃজন	হেক্টর	২০০	১৫	৩০০০		√		
৪	৪	ক্লিনিং ,কপিচ ব্যবস্থাপনা, মোথা কাটিং, গ্রেডিং, গত বছরের বাফার বাগান ব্যবস্থাপনা	হেক্টর	১০০	১২	১২০০		√		
৪	৫	আগুন নির্বাপণি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়/ব্যবস্থাপনা	সাকুল্যে			১০০		√		
৪		বন্যপ্রাণী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠির জন্য জলাধার সংস্কার/ছড়া	সংখ্যা	৩০	১০০	৩০০০	√	√		
মোট						**১৪,৩০০.০০**				
৫	***০***	***ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল ব্যবস্থাপনা***								
৫	১	বাগান ও প্রাকৃতিক বন ব্যবস্থাপনা ২০১০-২০১১ সালের বাফার বাগান উত্তোলণ	হেক্টর							
৫	২	কাপ্তাই বাঁধ হতে কাপ্তাই মুখবিট পর্যন্ড় রাস্থা মেরামত	কি:মি:	১	১,০০০	১,০০০	√		√	
৫	৩	উলেখিত রাস্ড় মেরামত (২য় বছর)	কি:মি:	১	১০০	১০০	√		√	
৫	৪	ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় কালভার্ট/ ব্রীজ নির্মাণ	সংখ্যা	১০	১০০	১০০০	√	√	√	
৫	৫	ইকো-কটেজ স্থাপন	সংখ্যা	১০	৫০	৫০০	√	-	√	
৫	৬	টুরিষ্ট স্প তৈরী	সংখ্যা	২	৩০	৬০	√	√	√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৫	৭	ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় নলকুপ স্থাপন	সংখ্যা	৫	৫০	২৫০	√	√	√	
৫	৭	উন্নত চুলা স্থাপন	সংখ্যা	৫০০	১.৫	৭৫০	√	√	√	
মোট						**৩,৬৬০.০০**				
৬	*০*	***জীবিকায়ন কর্মসূচী সুনির্দিষ্টকরণ***								
৬	১	বন টহল দলের সদস্যদের জন্য গর" মোটাতাজাকরণ/ বিকল্প কর্ম সংস্থান	সংখ্যা							
৬	২	মাছ চাষ		২০০	৮	১৬০০	√	-	√	
৬	৩	কৃষি		১০০	৩	৩০০	√	-	√	
৬	৪	বসতভীটায় সবজি চাষ		৫০০	১	৫০০	√	-	√	
৬	৫	তাঁত প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহযোগিতা		৫০	৫	২৫০০	√	-	√	
৬	৬	বাঁশ বেতের কাজ		৩৫০	৩	১০৫০	√	-	√	
৬	৭	নার্সারী স্থাপন		২০	১০	২০০	√	-	√	
৬	৮	হাঁস-মুরগী পালন								
৬	৯	বাঁশের নার্সারী স্থাপন		৫০	৫	২৫০	√	-	√	
মোট						৬,৪০০.০০				
৭	*০*	***সুযোগ-সুবিধা উন্নয়ন কার্যক্রম***								
৭	১	রেঞ্জ কর্মকর্তার অফিসের সাথে যোগাযোগের জন্য পাঁচটি মোবাইল	সাকুল্যে	৫	৫	২৫				
৭	২	টহল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন (পিকআপ)ক্রয়	সংখ্যা	১	১,৫০০	১,৫০০	√	√	-	
৭	৩	টহল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন গুর"ত্বপূর্ণ স্থানে সেড নির্মাণ	সংখ্যা	৫	২০	১০০	√	√	√	
৭	৪	ডিজিটাল ক্যামেরা ক্রয়	সংখ্যা	১	১০	১০	√	-	√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৭	৫	ইন্টারনেট মডেম ক্রয়	সংখ্যা	১	৩	৩	√	√	-	
৭	৬	অফিস সরঞ্জাম	সাকুল্যে	০	-	১০০	-	√	-	
মোট						১,৭৩৮.০০				
৮	*০*	***দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম***								
৮	১	নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার স্থাপন	সংখ্যা	১	১০০০০	১০০০০	√	-	√	
৮	২	তথ্যকেন্দ্র সংস্কার/উন্নয়ন	সংখ্যা							
৮	৩	প্রধান গেইট সংলগ্ন টিকিট কাউন্টার নির্মাণ	সংখ্যা	১	৫০	৫০	√	-	√	
৮	৪	কাপ্তাই মুখবিট এলাকায় প্রবেশ পথে স্থায়ী গেইট নির্মাণ	সংখ্যা	১	২৫০	২৫০	√	-	√	
৮	৫	পার্কের ভিতরে বিধিনিষেধ সম্বলিত সাইন বোর্ড	সংখ্যা	১০	৫	৫০	√	-	√	
৮	৬	ট্রেইলে দিক নির্দেশক স্থাপন	সংখ্যা	২	০.৫	১০	√	-	√	
৮	৭	পুরাতন সাইনবোর্ড সংস্কার ও রং করা	সংখ্যা	৫	২	১০	√		√	
৮	৮	নেচার ট্রেইল এ প্রাকৃতিক ছড়ার উপর কাঠের ব্রীজ সংস্কার ও নির্মাণ	সংখ্যা	১০	২৫	২৫০	√	-	√	
৮	৯									
৮	১০	ন্যাচার ট্রেইল সংস্কার/উন্নয়ন (৫বছরে ২বার)	সংখ্যা	৫	৪০	২০০	√	-	√	
৮	১১	নতুন পিকনিক স্পট নির্মাণ	সংখ্যা	১	১০০	১০০	√	-	√	
৮	১২	ইকো-গাইডদের জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ও রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	সাকুল্যে	৫	২০	১০০	√	-	-	
৮	১৩	ট্রেইলে পরিবেশ বান্ধব গোলঘর স্থাপন	সংখ্যা	৬	২০	১২০	√	-	√	
৮	১৪	প্রয়োজনীয় ট্র্যাশ ক্যান স্থাপন	সংখ্যা	২০	১	২০	√	-	√	
৮	১৫	স্টুডেন্ট ডরমেটরি চালু করণ	সাকুল্যে							
৮	১৬	পর্যটকদের জন্য ওয়াচ টাওয়ার তৈরী	সংখ্যা	৪	৫০০	২০০০	√	-	√	
৮	১৭	স্টুডেন্ট ডরমেটরি পাশে লেক তৈরী	সংখ্যা							

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮	১৮	বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতি স্থাপন	সংখ্যা	১৫	১০০	১৫০০	√	-	√	
৮	১৯	প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রতিটি কার্যক্রম প্রচার	সাকুল্যে	০	-	১০০	√	-	√	
৮	১৯	পার্কিং স্থান সম্প্রসারণ	সংখ্যা	১	৫০	৫০	-	-	-	
৮	২০	হাইকিং ট্রেইলে বসার বেঞ্চ তৈরী	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√	-	√	
৮	২১	উদ্যানে পিকনিক স্পট, মসজিদ ও টুরিস্ট সপে পানি সরবরাহের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপ	সাকুল্যে	১	৫০	৫০	√	-	-	
৮	২২	শিশুদের পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা উপকরণসহ/চিত্ত বিনোদনের জন্য শিশু কর্ণার তৈরী	সংখ্যা	১	৫০০	৫০০	√	-	√	
৮	২৩	টয়লেট তৈরী	সংখ্যা	৫	২০.০০	১০০	√		√	
৮	২৪	প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও বেতন প্রদান (৫ বছর) প্রতি মাসে ৫ জন	সংখ্যা	২৫	৫	১২৫	√	-	√	
৮	২৫	যাতায়াত ভাতা	সাকুল্যে	০	-	১০০				
মোট						১৫,৭১০.০০				
৯	০	*গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম*								
৯	১	জীব ও গাছের ইনভেন্টরী ও গাছের গায়ে নামাংকৃত পেইট স্থাপন	সাকুল্যে	০	-	১০০	√	√	-	
৯	২	সি এম সি ও বন কর্মকর্তাদের ক্রস ভিজিট	সাকুল্যে	০	-	২০০	√	√	√	
৯	৩	জীববৈচিত্র্যের স্বাস্থ্য পরিবীক্ষণ	সাকুল্যে	০	-	১০০	√	√	-	
৯	৪	আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবীক্ষণ	সাকুল্যে	০	-	১০০	√			

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৯	৫	বিদেশে শিক্ষা সফর (ফরেস্ট রেঞ্জার, ফরেষ্টার ও সিএমসি সদস্য)	সাকুল্যে	০	-	৫০০	√	-	-	
৯	৬	প্রশিক্ষণ (বাংলাদেশে)- এসিএফ, ফরেস্ট রেঞ্জার, ডেপুটি ফরেস্ট রেঞ্জার, ফরেস্টার, ফরেস্ট গার্ড, সিএমসি সদস্য, এনজিও স্টাফ	সংখ্যা	২	৫০	১০০	√	√	-	
৯	৭	প্রশিক্ষণ (বাংলাদেশে)- গ্রাম সংরক্ষণ দল/ পরিষদ/কমিটি	সংখ্যা	৪	২৫	১০০	√	-	-	
৯	৮	শিক্ষা সফর-গ্রাম সংরক্ষণ দল, পিপলস ফোরাম, সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (দেশে)	সংখ্যা	২	৫০	১০০	√	-	-	
মোট						**১,৩০০.০০**				
১০	***০***	***বিবিধ/ক্রয়***								
১০	১	ষ্টেশনারী ক্রয় (কাগজ, ফাইলপত্র, অন্যান্য)	সাকুল্যে	০	-	২০	-	-	√	
১০	২	সি.এম.সি-র হিসাব অডিটিং	সংখ্যা	৩	১৫	৪৫	-	-	√	
১০	৩	কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি মেরামত ও ক্রয়	সাকুল্যে	০	-	১৫	-	-	√	
১০	৪	আপ্যায়ন	সাকুল্যে	০	-	২০				
১০	৫	ফাইল ক্যাবিনেট ক্রয়	সংখ্যা	১	১০	১০	-	-	√	
মোট						১১০.০০				
সর্বমোট						**৩৩,৮৮৭.০০**				